

শহরজুড়ে অস্থায়ী ক্যাম্প

আন্দোলনের মাঝেই রোগী দেখেন জুনিয়র চিকিৎসকরা



দুরন্ত বাতর্তা, কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর : আন্দোলনের মাঝেই রোগীদের পরিষেবা দিতে টেলিমেডিসিন চালু করেছেন জুনিয়র চিকিৎসকেরা। তার সানাও ভালো মিলেছে বলে তারা জানালেন। আরও এক ধাপ এগিয়ে আজ, রবিবার শহরের বিভিন্ন প্রান্তে অস্থায়ী ক্যাম্প করে রোগী দেখেন তারা। আজ কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ, আর জি কর, ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ-সহ একাধিক মেডিক্যাল কলেজের জুনিয়র ডাক্তাররা অস্থায়ী ক্যাম্প করেন। নাম দেওয়া হয়েছে, ‘অড্যা ক্লিনিক’। কুমোর্বটিলি, এসপ্লানেড ক্রসিং, রানুছায়া মঞ্চ, ন্যাশনাল মেডিক্যালের ২ নম্বর গেট, এন আর এস মেডিক্যালের ১ নম্বর গেটে হয় এই ক্যাম্প। কেপিসি মেডিক্যাল কলেজের পড়ুয়ারা রোগী দেখেন ৮বি বাস স্ট্যান্ডে। ই এস আই হাসপাতাল থেকে বেহালায় ক্যাম্প করে রোগী দেখা হয়। সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত চলে রোগী দেখা। প্রেসকিপশনেও থাকবে প্রতিবাদ। লেখা হবে, ‘আরজি করের বিচার চাই, অপরাধচক্রের বিনাশ চাই’। জুনিয়র চিকিৎসকদের সংগঠনের তরফে বলা হয়েছে, ক্যাম্পে রক্তচাপ মাপা হবে, করা হবে এন্ড রে, নিখরাতা ওষুধও দেওয়া হবে। ফি রবিবার এই ক্যাম্প চলবে বলে জানিয়েছেন তারা। এই মেডিক্যাল ক্যাম্পের ফলে শহরের সাধারণ রোগীদের সমস্যার অনেকটাই সুরাহা হবে বলে মনে করছে চিকিৎসক মহলা। উল্লেখ্য, ৯ আগস্ট আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সেমিনার হলে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনার পর থেকেই কর্মবিবর্তির ডাক দিয়েছেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। যার জেরে কার্যত অচল সরকারি হাসপাতালগুলির আউটডোর পরিষেবা। ভোগান্তির শিকার সাধারণ রোগীরা। তাঁদের সমস্যার সমাধান করতেই শহরজুড়ে সাপ্তাহিক মেডিক্যাল ক্যাম্পের ব্যবস্থা করলেন চিকিৎসকেরা।

বিরোধী দলের ফাঁদে পা দেবেন না স্পষ্ট জানালেন কুণাল ঘোষ

দুরন্ত বাতর্তা, কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর : আর জি কর ইস্যুতে দল এবং প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে আগেও প্রশ্ন তুলেছিলেন তিনি। ফের আত্মসমালোচনার সূর শোনা গেল কুণাল ঘোষের পোস্টে। কুণালের প্রশ্ন, প্রশাসন এমন কোনও কাজ করবে কেন যে অবস্থা সামলাতে শাসক দলকেও বিচার চাই বলে কর্মসূচি নিতে হবে? তাও দলের সবাই সমানভাবে নামেন না। রবিবার সকালে সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে আত্মসমালোচনার প্রয়োজনীয়তা বোঝালেন কুণাল। তিনি লিখেছেন, নাগরিকদের মিছিল, জুনিয়র ডাক্তারদের মূল দাবি আমিও সকলের মতই সমর্থন করি। বিচার চাই। প্রশাসনের কিছু পদক্ষেপকে মানুষ ভুল বুঝেছেন। সেখান থেকে বিরক্তি, অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে বলেই নাগরিকদের পথে নামতে হচ্ছে। নির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপে এই পরিস্থিতি সামলানোর দায়িত্বও সরকারের। তার স্পষ্ট কথা, ‘নাগরিকদের মিছিল, জুনিয়র ডাক্তারদের মূল দাবি আমিও সকলের মতই সমর্থন করি। বিচার চাই। প্রশাসনের কিছু পদক্ষেপকে মানুষ ভুল বুঝেছেন। সেখান থেকে বিরক্তি, অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে বলেই নাগরিকদের পথে নামতে হচ্ছে। নির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপে এই পরিস্থিতি সামলানোর দায়িত্বও সরকারের। একই সঙ্গে এই ইস্যুতে সিপিএম এবং বিজেপি’ নিয়েও নাগরিক সমাজকে সতর্ক করেছেন প্রাক্তন সাংসদ। তিনি বলছেন, এই ঘটনায় নাগরিক সমাজের প্রশ্ন তোলার অধিকার আছে। বিরোধিতা কেন করব? কিন্তু সিপিএম, বিজেপি, কংগ্রেস এনিয়ে কুরাজনীতি করছে তার প্রতিবাদ হবে, তারা আয়নার মুখ দেখুক। কুণালের মতে, নাগরিকদের কর্মসূচির বিরোধিতা বা পাল্টা কর্মসূচির প্রশ্নই নেই। কিন্তু, এই নাগরিকদের আবেগকে ব্যবহার করে সিপিএম, বিজেপির কুরাজনীতি বা মুখোশ পরে অরাজকতা তৈরির চেষ্টার বিরোধিতা করা জরুরি। এই ইস্যুতে নাগরিক সমাজের প্রতি কুণালের আবেদন, দেশীদের চরম শাস্তি হোক। যদি কেউ-কারা আড়াল করে থাকে, চিহ্নিত হোক, শাস্তি হোক। প্রশাসনের কিছু পদক্ষেপ মানুষ ভালোভাবে নেননি। সেটা প্রশাসন দেখুক। এনিয়ে নাগরিক আন্দোলন সমর্থনযোগ্য। কিন্তু বিরোধী দলগুলোর রাজনৈতিক ইভেন্টের ফাঁদে পা দেবেন না বলে তিনি জানান।

গুরুতর অসুস্থ আরজি করের ফরেন্সিক শিক্ষক দেবাশিস সোম, ভর্তি আইসিইউতে

দুরন্ত বাতর্তা, কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডে লাগাতার সিবিআই জেরার মুখে পড়েছেন ওই হাসপাতালেরই ফরেন্সিক বিভাগের শিক্ষক দেবাশিস সোম। প্রাক্তন অধ্যক্ষ সাদীপ ঘোষের ‘বন্ধু হিসেবে পরিচিত তিনি। রবিবার অসুস্থ বোধ করে তাঁকে এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, বর্তমানে আইসিইউতে রয়েছেন তিনি। রক্তের শর্করার মাত্রা বেড়ে যাওয়াতেই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি বলে জানা গিয়েছে। এছাড়াও তাঁর ডায়াবেটিসের সমস্যা রয়েছে। ওই হাসপাতালেই চিকিৎসাদীন রয়েছেন দেবাশিস সোম। বহুদিন ধরে আরজি কর হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত দেবাশিস সোম। ওই হাসপাতালে ডেইমোনস্ট্রাটরের দায়িত্ব সামলাতন তিনি। এছাড়াও তিনি আরজি কর কলেজের কাউন্সিলের সদস্য। ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশনের (এনএমসি) কমিটিতেও তাঁর সদস্যপদ রয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে

বার বার আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সাদীপ ঘোষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর অভিযোগও রয়েছে। জানা গিয়েছে যে এতটাই ঘনিষ্ঠ ছিলেন তাঁরা যে প্রাক্তন অধ্যক্ষের ঘরের পাশেই তাঁর জন্য একটি ঘর রাখা হয়েছিল।



নিজের বিভাগে না বসে সেখানেই বসতেন তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে ফরেন্সিক মেডিসিন বিভাগে তাঁর বিরুদ্ধে প্রভাব খাটানোর অভিযোগও এসেছে। ইতিমধ্যেই সাদীপ ঘোষের বিরুদ্ধে আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আর্থতার আলি আদালতে চিকিৎসার জের বর্ধ্য দূরীতি, সরকারি টাকা নয়ছয়, ভেডার নির্বাচনে

ডিএনএ রিপোর্টে এখনই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে রাজি নয় সিবিআই

দুরন্ত বাতর্তা, কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর : দিন যত গড়াচ্ছে আরজি কর কাণ্ডে ততই বাড়ছে রহস্যের জটা। সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির দেওয়া ডিএনএ রিপোর্টের ভিত্তিতে এখনই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে রাজি নয় সিবিআই। গত ১৬ অগস্ট সিএফএসএল কলকাতায় কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে ডিএনএ রিপোর্টের জন্য নমুনা জমা দেওয়া হয়। নমুনার মধ্যে তিলোত্তমার দেহ থেকে উদ্ধার ভাঙ্গিহিনাল Swab, নখে আটকে থাকা ব্লক এবং চুলের নমুনা, অকৃঙ্কল পাওয়া চুলের নমুনা জমা দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে তিলোত্তমার পোশাক, কবল, চাদর নমুনা হিসেবে জমা পড়ে। নমুনা হিসেবে জমা পড়ে প্রধান অভিযুক্ত অর্থাৎ ধৃত সিডিক ভলান্টিয়ারের রক্তের নমুনা, তার ওই রাতে পড়ে থাকা পোশাক। কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে রিকুইজিশন দিয়েছিলেন অভিরক্ত পুলিশ কমিশনার পদমর্যাদার আধিকারিক। প্রাথমিক ভাবে রিপোর্ট তৈরির জন্য ১০ দিন সময় চেয়েছিল সিএফএসএল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু কলকাতা পুলিশের অনুরোধে ৬ দিনে রিপোর্ট দিতে রাজি

হয় সিএফএসএল। কিন্তু ওই দিনই আবার আদালতের নির্দেশে তদন্তভার চলে যায় সিবিআইয়ের হাতে। তাহলে কোন তদন্তকারি সংস্থার হাতে রিপোর্ট হস্তান্তর করবে সিএফএসএল? তার পরই তৈরি হয় জটিলতা। কলকাতা পুলিশের কাছে তদন্তভার না থাকায়, তারা সিএফএসএল কে যোগাযোগ না করায় রিপোর্ট থেকে যায় সিএফএসএল কর্তৃপক্ষের কাছে। শেষ পর্যন্ত ২৬ আগস্ট আদালতের অনুমতি নিয়ে সিবিআই সংগ্রহ করে ডিএনএ রিপোর্ট। সিবিআই এই রিপোর্ট নিয়ে আগাগোড়া কোনও মন্তব্য করতে চায়নি। সূত্রের খবর, সিবিআই তদন্তভার নেওয়ার পর, তারাও কিছু নমুনা জমা দিয়েছে সিএফএসএলকে। সেই নমুনার রিপোর্ট এখনও তৈরি হয়নি। এদিকে কলকাতা পুলিশের জমা দেওয়া নমুনার ভিত্তিতে তৈরি রিপোর্টে উল্লেখ, তিলোত্তমার ভাঙ্গিহিনাল সোয়াব এর সঙ্গে ধৃতের ডিএনএ ম্যাচ করেছে। ধৃতের শরীরের আঘাত থেকে সংগৃহীত নমুনার সঙ্গে তিলোত্তমার নখ থেকে প্রাপ্ত নমুনাও মিলেছে। অকৃঙ্কল পাওয়া চুলের সঙ্গে মিলেছে ধৃতের ডিএনএ। তিলোত্তমার লাল রসে নমুনাতেও ধৃতের ডিএনএ-র অস্তিত্ব মিলেছে। সিএফএসএল



আদালতের শুনানির আগেই সেই রিপোর্ট হাতে পাওয়ার কথা সিবিআইয়ের। তারপরেই এই রহস্যের কিনারার ইঙ্গিত মিলতে পারে। এমনটাই দাবি সিবিআই সূত্রে। আরজি কর কাণ্ডে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষিত ও ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধারের পরের দিনই সিডিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিশ। দাবি করে, অপরাধ স্বীকার করেছে সঞ্জয়। নির্বিকার ভাবে বলেছে, ‘ফাঁস দিলে দিনা’। কিন্তু সিবিআই তাকে হেফাজতে নেওয়ার পর থেকেই একের পর এক তথ্য মিলছে সূত্র মারফত। দিনকয়েক আগে জানা গেছিল, শিয়ালদহ আদালতে তোলা হলে সঞ্জয় সিএফএলকে ‘নির্দেশা’ বলে দাবি করেছিল। আবার তার পরেই একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর মিলেছে, ডাক্তারের খোঁজে সেমিনার রুমে চুকে, একজনকে পড়ে থাকতে দেখে ভয়ে পালিয়ে এসেছিল। সে সময়েই তার ব্লুটথ ইয়ার ফোন সেখানে পড়ে যায়। সিবিআই সূত্রের খবর, শেষতম জেরায় সঞ্জয় জানিয়েছে, তার পরিচিত এক রোগীর অস্ত্রজনের দরকার হয়েছিল সেইদিন। সেই জন্য সে চারতলায় উঠেছিল ডাক্তারের খোঁজে। এদিক ওদিক খুঁজতে খুঁজতে সেমিবার রুমে ঢুকেছিল সে। পরিকল্পনা করেন নয়,

নেহাত কাকতালীয় ভাবেই সে চুকে পড়েছিল সেখানে। সেইসময় গেটে কোনও নিরাপত্তারক্ষী ছিলেন না। তাকে কেউ আটকায়নি। বিনা বাধায় গিয়েছিল বলে দাবি করেছে সঞ্জয়। সঞ্জয় দাবি করেছে, সেমিনার রুমে ঢুকে নাকি সে একজনকে পড়ে থাকতে দেখেছিল। তবে তাঁকে ডেকেও সাড়া পায়নি। তাই ভয়ে সেখান থেকে সে পালিয়ে গিয়েছিল। ওই সংবাদ সংস্থার রিপোর্টে সিবিআইয়ের সূত্র উদ্ধৃত করে জানানো হয়েছে এই কথা। তবে একথাও বলা হয়েছে, সঞ্জয়ের এই দাবি নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকদের। জানা গেছে, সিবিআই গোয়েন্দাদের কাছে সঞ্জয় আরও দাবি করেছে, যে একজনকে পড়ে থাকতে দেখে, তাঁকে ধাক্কাও মেরেছিল সে। কিন্তু কোনও সাড়াশব্দ না মেলায় ভয় পেয়ে গিয়েছিল সে। পালানোর সময়ে হোট্ট চেয়ে পড়ে গিয়েছিল, সে জন্যই তার গলা থেকে ব্লুটথ ইয়ারফোন পড়ে গিয়েছিল বলে দাবি করেছে সঞ্জয়। এই সূত্র ধরেই সঞ্জয়কে গ্রেফতার করেছিল কলকাতা পুলিশ। সূত্রের খবর, সঞ্জয় দাবি

করেছে, যে নিহত ওই তরুণী চিকিৎসককে সে চিনতই না। যদিও ইতিমধ্যেই সিসিটিভি ফুটেজ দেখা গিয়েছে, ঘটনার আগের দিন অর্থাৎ ৮ আগস্ট সকাল ১১টা নাগাদ ওই তরুণী চিকিৎসকের দিকে তাকিয়ে ছিল সঞ্জয়। তবে সেই সময় তরুণী চিকিৎসকের সঙ্গে আরও চারজন জুনিয়র ডাক্তারও ছিল বলে দেখা গেছে। ফলে সঞ্জয় ঠিক কার দিকে তাকিয়েছিল, তা স্পষ্ট নয়। অন্যদিকে, জল্পনা ঘনিয়েছে, ডিএনএ টেস্টের রিপোর্ট নিয়ে। সূত্রের মারফত জানা গেছে, একাধিক ব্যক্তি নয়, মাত্র একজনেরই ডিএনএ নমুনার সঙ্গে মিলে গিয়েছে নিহত তরুণীর দেহের সাম্পেলনা। অর্থাৎ গণধর্ষণের তত্ত্ব সম্ভবত খারিজ হয়ে যেতে চলেছে। এখন এই ডিএনএ সঞ্জয়েরই কিনা, তা এখনও স্পষ্ট করে জানায়নি সিবিআই। কিন্তু সূত্রের খবর, গোটা ঘটনায় ‘গভীর চক্রান্ত’ দেখছেন তদন্তকারীরা। প্রসঙ্গত, নির্ধাতিতার মা-বাবাও প্রথম থেকেই দাবি করে এসেছেন, তদন্তে গাফিলতি হচ্ছে, বড় কোনও চক্রান্ত আড়াল করা হচ্ছে। এমনকি সঞ্জয় রায় যে আসল অপরাধী নয়, সে কথাও জোর দিয়ে দাবি করেছেন তাঁরা। এ-ও বলেছেন, তাঁদের সন্দেহ, সঞ্জয়কে দিয়ে কেউ এই কাজ করিয়ে থাকতে পারে।

স্লোগান যুদ্ধে নয়া সংযোজন পুলিশের

দুরন্ত বাতর্তা, কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর : আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসকের হত্যাकाণ্ডের পর বার বারই প্রশ্নের মুখে পুলিশের ভূমিকা। আপাতত প্রতিবাদী এবং পুলিশের মধ্যে সোশাল মিডিয়ায় চলছে জোর বাকযুদ্ধ। প্রতিবাদীরা বার বার পুলিশকে ‘সন্তানের পিতা’ বলে উল্লেখ করে স্লোগান তুলছেন। পুলিশকে বলা হচ্ছে, পুলিশ তুমি চিন্তা করো, তোমার মেয়েও হচ্ছে বড়া। পাল্টা পুলিশের তরফ থেকে তার জবাব দেওয়া হয়। সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করা হয়, ‘পুলিশের মেয়ের চিন্তা ছাড়া, সে লড়াই করেই হচ্ছে বড়া।’ হু হু করে ভাইবাইল হতে থাকে পোস্টেরল। এবার ওই সোশাল যুদ্ধে নয়া সংযোজন। ‘পুলিস দিলে’ তহিরালা রাজা পুলিশের ‘মাতুলগণ পোস্ট।

ফরাসি বিপ্লব ও বাস্তিল দুর্গের পতন স্মরণ! ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট সুখেন্দুশেখরের

দুরন্ত বাতর্তা, কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর : আর জি কর আরবে আবার ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট করলেনতৃণমূল সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়। মনে করিয়ে দিলেন ফরাসি বিপ্লব ও বাস্তিল দুর্গের পতনের কথা। রবিবার চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে পথে নেমেছেন তারকা থেকে শুরু করে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ। তার আগে সাংসদের এই পোস্ট অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে গ্যোবিকবহলমহালা। সালটা ১৭৮৯। ২৪ জুলাই ক্ষুদ্র জনতা ভেঙে দেয় প্যারিসের বাস্তিল দুর্গ। যে দুর্গ ছিল ইউরোপে মধ্যযুগীয় শোষণের প্রতীক। তার পরই শুরু ফরাসি বিপ্লব। বর্তমানে আর জি কর নিয়ে উত্তাল বাংলা। সুবিচারের দাবিতে একজোট হয়েছেন সমাজের সমস্তরের মানুষ। প্রত্যেকের দাবি একটাই, ন্যায়বিচার। এই



দুর্গ। জন্ম হয়েছিল ঐতিহাসিক ফরাসি বিপ্লবের।’ বাস্তিল দুর্গের পতনের কথা মনে করিয়ে ঠিক কী বোঝাতে চাইলেন সুখেন্দুশেখর? তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। সাংসদের এই পোস্ট তৃণমূলের অবস্থি বাড়িয়েছে তা বলাই বাছল্য। প্রসঙ্গত, আর জি

কর ইস্যুতে প্রথম থেকেই সরব সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়। মেয়েদের রাতখালের আগে আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে রাতদশখলে শামিল হওয়ার কথাও বলেছিলেন তিনি। তবে সিদ্ধান্ত বদল করে ১৪ তারিখ দক্ষিণ কলকাতার যোধপুর পার্কে নেতাজি মূর্তির সামনে বিকেল ৫টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ধরনায় বসেন তিনি। এখানেই শেষ নয়, পরবর্তীতে পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল ও আর জি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সাদীপ ঘোষের বিরুদ্ধে এন্ড হ্যাঙ্গেল পোস্ট করেন। তার জেরে আইনি জটিলতার মুখেও পড়তে হয় তাঁকে। একাধিকবার তাঁকে তলব করা হয় লালবাজারে। পোস্টটি মুছেও ফেলতে হয়। তবে তাতে যে অবস্থান থেকে সরেননি সাংসদ, এদিনের পোস্টেই তা মোটের উপর স্পষ্ট।

আত্মহত্যা় মুক্তি খুঁজছে যুবসমাজ! কেন্দ্রকে দুশলেন রাহুল

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর : দেশে ভাংকরভাবে যুব সম্প্রদায়ের আত্মহত্যার ঘটনা বেড়ে চলেছে। গত এক দশকে পড়ুয়াদের আত্মহত্যার সংখ্যা ৬,৬৫৪ থেকে লাফিয়ে বেড়েছে ১৩,০৪৪ জনে। সদ্য প্রকাশিত ভ্যাবহ এই রিপোর্ট তুলে ধরে কেন্দ্রের মোদি সরকারকে তোপ দাগেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। সোশাল মিডিয়ায় চাঞ্চল্যকর পরিসংখ্যান তুলে ধরে এদিন রাহুল গান্ধী লেখেন, ‘মধ্যে ভারত আজ সর্ব বৃহ যুব জনসংখ্যার দেশ। অথচ দুঃখের কথা এটাই যে এই যুবশক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার বদলে তাকে চরম অসুবিধা ও বাধা বিপত্তির মধ্যে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। গত দশকে যেখানে ০ থেকে ২৪ বছর বয়সীদের জনসংখ্যা ৫৮.২০ থেকে ৫৮.১০ কোটি হয়েছে। পাশাপাশি পড়ুয়াদের আত্মহত্যার সংখ্যা ৬,৬৫৪ থেকে লাফিয়ে ১৩,০৪৪ জনে পৌঁছে গিয়েছে। এই ঘটনা দেশের যুব সম্প্রদায়ের সামাজিক, আর্থিক ও মানসিক গুরুতর সমস্যার দিকেই ইঙ্গিত করছে।’ এই ঘটনার জন্য কেন্দ্রের ভুল নীতিকে দায়ী করে সোশাল মিডিয়া রাহুল গান্ধী লেখেন, ‘দেশের যুব সম্প্রদায় ভ্যাবহ বেকারত্ব, প্রশ্ন ফাঁস, শিক্ষা দূর্নীতি, ব্যয়বহুল শিক্ষা, সামাজিক নিপীড়ন, আর্থিক বৈষম্য, অভিভাবকদের চাপের মতো নানা সমস্যার মোকাবিলা করতে হচ্ছে। সরকারের কাছে আমরা আবেদন ছাত্র-যুবকদের এই কঠিন পথ সহজ করতে যেন সম্ভাব্য সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়। তাঁদের লটার পথে বাধা না দিয়ে যেন সহায়তার হাত বাড়ানো হয়। অভিভাবকদেরও উচিত তাঁদের সন্তানদের পাশে দাঁড়ানো এবং উৎসাহ দেওয়া।’ একইসঙ্গে যুবাবলি করে তাঁর আবেদন, ‘না পেয়ে সমস্যার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলুন, প্রশ্ন করুন, অধিকার দাবি করুন। আমি আপনাদের পাশে আছি এবং আপনাদের অধিকার আদায়ের জন্য রাজপথ থেকে সংসদ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাব।’ উল্লেখ্য, গত বুধবার বার্ষিক আইসিপি৩ কনফারেন্স ও এঞ্জপো ২০২৪-এক রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রতি বছর সার্বিক আত্মহত্যার ঘটনা ২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু পড়ুয়াদের আত্মঘাতী হওয়ার হার গত দুদশকে ৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা রীতিমতো উদ্বেগজনক। ২০২২ সালে যতজন আত্মহত্যা করেছে, তার মধ্যে ৫৩ শতাংশ ছাত্র। ২০২১ আর ২০২২ মধ্যে ছাত্রদের আত্মহত্যার ঘটনা ৬ শতাংশ কমেও, ছাত্রীদের আত্মহত্যা বেড়েছে ৭ শতাংশ। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর (এনসিআরবি) তথ্য অনুযায়ী, গত এক দশকে ছাত্রী আত্মঘাতীর হার ৬১ শতাংশ, ছাত্রদের হার ৫০ শতাংশ। দেশে আত্মহত্যার এমন ভয়াবহ রিপোর্ট যে রীতিমতো উদ্বেগজনক তা বলায় অপেক্ষা রাখে না।

কলকাতা পৌরসভার ইন্সপেক্টরকে ভৎসনা মেয়রের

দুরন্ত বাতর্তা, কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর : স্যাম্পনডে প্ল্যান নিয়ে বাড়ি উঠছিল। সেখানেও ৪০১-এর নোটাস পাঠিয়েছেন কলকাতা পুরসভার বিল্ডিং বিভাগের ইন্সপেক্টর! যা দেওয়া হয় বেআইনি নির্মাণের ক্ষেত্রে। এ ঘটনা সামনে আসতেই ক্ষুব্ধ কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তার কথা, ইন্সপেক্টরগুলো টাকা খেতে যায়।

টাকা খরচন পায় না তখন এইভাবে লোককে উন্মত্ত করে। এগুলো করবেন না। উত্তর কলকাতার বড়বাজারে এই ঘটনায় ৪ নম্বর বরোর ইঞ্জিনিয়ারকে ডেকে এদিন মেয়র বলেন, কেন স্যাম্পনডে প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও ওই ইন্সপেক্টর ৪০১-এর নোটাস দিয়ে কাজ আটকে দিয়েছে। যে ইন্সপেক্টর এটা করেছে তাঁকে কারাগ দেখাতে বলুন। নয়তো শোকজ করুন। বড়বাজারের রবীন্দ্র সরণির এই ঘটনায় পরিস্কার, বার বার বলা সত্ত্বেও মেয়রের কথা কানে তুলছেন না বিল্ডিং বিভাগের ইন্সপেক্টররা। সে কারণেই এদিন মেয়রের দ্বারস্থ হন আনমোল পরেশশ্রমান পুদিয়া। ২৭২ রবীন্দ্র সরণির বাসিন্দা কলকাতা পুরসভার অনুমোদন নিয়ে বাড়ি করছেন। স্যাম্পনডে প্ল্যান নম্বর ৩৯৩এ ইউডিবি। অভিযোগ, একশো শতাংশ অনুমতি নিয়ে বাড়ি করছি। মাঝে একজন এসে টাকা চেয়েছিল, দিইনি। এখন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইন্সপেক্টরের সঙ্গে মিলে আমরা ৪০১-এর নোটাস দিয়েছে। এদিন মেয়র তাঁকে নিশ্চিত করে বলেন, স্যাম্পনডে প্ল্যান নিয়েছেন। এবার আমার দায়িত্ব আপনি যাতে নিশ্চিত্তে কাজ করতে পারেন। যে কাজে বাধা দেবে তাকে গ্রেপ্তার করাব। কেন স্যাম্পন নেওয়ার পরেও বেআইনি নির্মাণের নোটাস? সংশ্লিষ্ট বরোর ইঞ্জিনিয়ারের দাবি, উনি পিছনের দিকে সামান্য অংশ বাড়িয়েছেন। তবে নিয়ম বলেছে, তাতেও ৪০১-এর নোটাস দেওয়া যায় না। মেয়র জানিয়েছেন, সামান্য বেআইনি হলে ‘২৫’ আছে। নির্মাণ কাজ করতে গিয়ে অনেকেরই সামান্য ভুলক্রটি হয়। সেক্ষেত্রে রুল ২৫ বলব করে সেটাকে আইনি করে আনা যায়। শুধুমাত্র বড়সড় ক্রটি, কিংবা সম্পূর্ণ বিল্ডিং বেআইনি হলে তার জন্য ৪০১-এর নোটাস দেওয়া হয়। সমস্ত ইন্সপেক্টরদের প্রতি ফিরহাদের আবেদন, এই করে কলকাতা পুরসভার ভাবমূর্তি নষ্ট করছেন। আপনাদের তো সন্তান রয়েছে। এমন কিছু করবেন না যাতে আপনাদের সন্তানকে তার বধূরা বলে, তোর বাবা চোরপোরেশনে কাজ করে।



সেটা আমরা সকলেই জানি। সেটাই বা কেন হল? জনসাধারণ বোকা নয়। বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগ করে আমার যদি ভোট দিতে পারি, তাহলে এখন আমরা হাটো বোকা হয়ে যাব কেন? অভ্যার সহ-নাগরিক হিসেবেই স্বস্তিকা প্রশ্ন তুলেছেন, আমাদের কেন এই অন্ধকারে রাখা হয়েছে। আর কেউ গ্রেপ্তার হচ্ছে না কেন? দেশীদের সামনে আনা হোক, তাদের বিচার হোক। মেয়েটির বাবা-মার প্রতি সরকারের একটা দাব্যদ্বতা রয়েছে। এই সরকারকে অভিভাবক বলে মনে করি বলেই ক্ষমতায় রেখেছি। পুলিশ-সরকার, কাণ্ডও কাছ থেকেই সুরাহা না পেলে আমরা নাগরিকরা যাব কোথায়? অভিনেত্রীর সংযোজন, মেয়েরা সবসময়ই খাঁড়ার সামনে ঝুলছে। কেন তা হবে।

শহরজুড়ে নাগরিক মিছিল, কী দাবি সুদীপ্তা-চৈতিনদের?

অভিভাবক ভাবি, মমতার কাছে বিহিতের আর্জি স্বস্তিকার

দুরন্ত বাতর্তা, কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর : শহর কলকাতার বুকে একটাই ধ্বনি, জাস্টিজ চাই। তিন সপ্তাহ পেরলেও ন্যায়বিচারের জন্য আন্দোলন এখনও চলছে। ক্রমশই এই আন্দোলন যে বড় আকার নিচ্ছে, তা বোধহয় আলাদা করে বলার প্রয়োজন হয় না। ১ সেপ্টেম্বর, রবিবার শহরজুড়ে নাগরিক মিছিল। শামিল টলিউড তারকারাও তিলোত্তমার ন্যায়বিচার চেয়ে সুর চড়িয়েছেন স্বস্তিকা শোষণের প্রতীক। তার পরই শুরু রায়-সি আরও অনেকেই। আর জি কর কাণ্ড নিয়ে প্রথম দিন থেকেই সরব স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়। এদিন নাগরিক মিছিল থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই ঘটনার বিহিত করার আর্জি জানানো স্বস্তিকা। অভিনেত্রীর মন্তব্য, আমাদের

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা। কতটা যত্নগা সহ্য করে মেয়েটিকে মারা যেতে হয়েছে, মেয়ে হিসেবে ভালোই আমার গা শিউতে উঠছে। আমি চাইব, আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী প্রকৃত অর্থেই একটা বিহিত করুন। যাতে ওর প্রতি আমাদের ভরসা থাকে। কারণ এখন ভরসা টলমল হয়ে যাওয়ার জোগাড় হয়েছে। কাজের সূত্রে এখন বেশিরভাগ সময়েই মুখুইতে থাকতে হবে স্বস্তিকাকে। সেই প্রসঙ্গ টেনেই তিনি বলছেন, কলকাতা শহরটাকে আমরা সকলেই সবসময়ে বলে এসেছি যে, আমাদের রাজ্যে সুহ-নাগরিকরা মানতে নারাজ। এই নৃংশ কর্মকাণ্ড কারও একার

ঘটেছে এবং ২৩ দিন হয়ে গেল তদন্তের কোনও গতি দেখছি না।



একজন গ্রেপ্তার হয়েছে শুধু। আমরা সহ-নাগরিকরা মানতে নারাজ। এই নৃংশ কর্মকাণ্ড কারও একার

বাবা-মাকে প্রথমে আত্মহত্যার ঘটনার কথা বলা হল কেন? যেভাবে তথ্যপ্রমাণ লোপাট হয়েছে,

সেটা আমরা সকলেই জানি। সেটাই বা কেন হল? জনসাধারণ বোকা নয়। বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগ করে আমার যদি ভোট দিতে পারি, তাহলে এখন আমরা হাটো বোকা হয়ে যাব কেন? অভ্যার সহ-নাগরিক হিসেবেই স্বস্তিকা প্রশ্ন তুলেছেন, আমাদের কেন এই অন্ধকারে রাখা হয়েছে। আর কেউ গ্রেপ্তার হচ্ছে না কেন? দেশীদের সামনে আনা হোক, তাদের বিচার হোক। মেয়েটির বাবা-মার প্রতি সরকারের একটা দাব্যদ্বতা রয়েছে। এই সরকারকে অভিভাবক বলে মনে করি বলেই ক্ষমতায় রেখেছি। পুলিশ-সরকার, কাণ্ডও কাছ থেকেই সুরাহা না পেলে আমরা নাগরিকরা যাব কোথায়? অভিনেত্রীর সংযোজন, মেয়েরা সবসময়ই খাঁড়ার সামনে ঝুলছে। কেন তা হবে।

ধর্ষকদের ফাঁসির দাবিতে নববারাকপুরে মহিলা তৃণমূলের বিক্ষোভ কর্মসূচি

নববারাকপুর, ১ সেপ্টেম্বর : সারা রাজ্যে জুড়ে উত্তাল আরজি কর হাসপাতালে নিহত চিকিৎসকের নারকীয় ভয়াবহ ঘটনার প্রতিবাদে(আরজি কাণ্ডে ধর্ষকদের দ্রুত ফাঁসির দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল নববারাকপুর শহর তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের কর্মীবৃন্দরা। রবিবার দুপুর ১ টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত স্টেশন সংলগ্ন ১৭৫ নং মিনিবাস স্ট্যান্ডের সামনে চলে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি। তৃণমূল মহিলা নেত্রী নির্মিকা বাগচী,কার্যকরী সভানেত্রী মৃদুলা সাহা, উপপুরপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস, স্যোরম্যান প্রবীর সাহা সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গন, মহিলা কর্মীরা, নেতৃত্বরা ধরনা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। মহিলা নেত্রী তথা পুর প্রতিনিধি নির্মিকা বাগচী বলেন আরজি কাণ্ডে ধর্ষকদের দ্রুত ফাঁসি চাই। বিচার চাই। সিবিআই জবাব দাও। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী তথা রাজ্যের তৃণমূল মহিলা সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের নির্দেশে শহরের মহিলারা পথে নেমেছে ধরনা মঞ্চে সোচার আরজি করের নারকীয় নিন্দনীয় ঘটনার প্রতিবাদে অবস্থান বিক্ষোভে। বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে কয়েক শো মহিলা ধর্ষকদের দ্রুত ফাঁসির দাবিতে সোচার হয়ে পথে নেমেছে। অনাদিকের দমদম উত্তর তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে ও বিরাটী বনিক মোড়ে দোষীদের চরমতম শাস্তির ফাঁসির দাবিতে সোচ্চার হয়ে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হয়।



রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানা ব্লকে অনুষ্ঠিত হলো নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির নামখানা জোনের বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নামখানা হাইস্কুলে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এদিন সকাল ১০টার সময় জোনের সভাপতি শিক্ষক হারাধন পাত্র অনুষ্ঠানিকভাবে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক শিব শঙ্কর মন্ডল, সম্পাদক, এ .বি.টি.এ.নামখানা জোন। অনুষ্ঠানে ৬ টি বিদ্যালয় থেকে আগত মোট ১১৬ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশ গ্রহণ করে মোট ৮টি বিভাগে। ৭০ জন অভিভাবক ও ২৫ জন সদস্য এবং ১৫ জন বিচারক উপস্থিত ছিলেন।

৫৪ টি হারিয়ে ও চুরি যাওয়া ফোন তুলে দেওয়া হলো প্রাপকদের হাতে

দূরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১ সেপ্টেম্বর : আর জি কর কান্ডের পরে পুলিশ কে নিয়ে নানা ধরনের কথার মাঝেই রবিবার পুলিশ দিবসে বারুইপুর পুলিশ জেলার অধীনে বারুইপুর সাইবার ক্রাইম থানা বারুইপুর পুলিশ জেলার অধীনে থানা এলাকা থেকে হারিয়ে যাওয়া ও চুরি যাওয়া মোবাইল ফোন গুলো তাদের প্রকৃত মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে মানুষের পাশে থাকার বার্তা দিলেন। এদিন মোট ৫৪টি মোবাইল ফোন তুলে দেওয়া হয়। এদিন এই উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার পলাশ চন্দ্র ঢালী, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সহ একাধিক উচ্চ পদস্থ পুলিশ অধিকারিকবৃন্দ।উদ্ধার হওয়া ফোনের প্রাপকেরা এ দিন পুলিশের দ্রুত পদক্ষেপে এবং জন সেবার এই কাজের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

শ্যামা মায়ের খুঁটি পুজো পুজোর তোড়জোড় কলকাতায়

কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বরঃ হাতে গোনা ৬০ দিন প্রায় বাকি কালী পুজো। তার আগেই খুঁটি পুজোর মাধ্যমে পুজোর প্রস্তুতি শুরু করলো, আরিয়াদহ যোষাল পাড়া অধিবাসীবৃন্দ। যারা প্রতিবছর ধুমধাম আকারে সাড়শরে শ্যামা মায়ের আরাধনার আয়োজন করে থাকে। কোন থিসের গাঁড়ে নয়। একেবারে সাবেকিয়ানায় বড়মাকে পুজোর আয়োজন করে উদ্যোগীরা। দূর্গাপুজোর প্রস্তুতির মনোহেই এখানে কালীপুজোর যেমতবা শুরু হয়ে যায়। দিনেরলেনো সকলে বাস্ত থাকেন। তাই এখানে কিছুটা ব্যতিক্রমীভাবে ক্লাব সদস্যরা মিলিত হয়ে এদিন রাতে খুঁটিপুজো করেন। চান্না বাড়িয়ে ও পুর্নোহিতেরে মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে পুজোর সূচনা হয়। কামারহাটি পৌরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত যোষাল পাড়া এলাকায় আরিয়াদহ যোষাল পাড়া অধিবাসীবৃন্দ রিলিফ ফান্ডের পরিচালনায় এ বছরও শ্যামা মায়ের পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। তবে এদিন খুব সমস্ত নিয়ম নিষ্ঠা মেনে খুঁটি পুজার মাধ্যমে পুজোর সূচনা করা হলেও আর জি কর মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালের নির্যাতিতা খুনের ঘটনার নির্যাতনার প্রতিবাদেও প্রথমে পালকটি জালিয়ে নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে নির্যাতিতাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। পরবর্তীতে এলাকার মানুষদের জন্য উদ্যোগীদের প্রচেষ্টায় প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থাও করা হয়।। প্রতিবছর এই পুজোকে কেন্দ্র করে নানা রকম সামাজিক কর্মসূচি পালনে সচেষ্ট হয়ে থাকে অড়িয়াদহ যোষাল পাড়া অধিবাসীবৃন্দ রিলিফ ফান্ডের সদস্যরা।

চালু হয়েছে ‘অভয়া ক্লিনিক’

কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বরঃ রবিবার সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত একাধিক জাগরায় চলল ‘অভয়া ক্লিনিক’। আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের জুনিয়র মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় পর ন্যায় বিচারের দাবিতে আন্দোলন চালাচ্ছেন আরজি করের জুনিয়র চিকিৎসকরা। চলছে কর্মবিরতিও। তবে কর্মবিরতি চললেও এবার নিহত জুনিয়র মহিলা চিকিৎসকদের স্মরণে বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজের জুনিয়র ডাক্তাররা চালু করলেন ‘অভয়া ক্লিনিক’ব্যাপক সাড়া মিলছে আরজি কর মেডিক্যালের জুনিয়র ডাক্তারদের ‘অভয়া ক্লিনিকে’ এর টেলি মেডিসিন পরিষেবা।

হরিপাল থানায় পালিত হল পুলিশ দিবস

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শিয়াখালা, হুগলি, ১ সেপ্টেম্বরঃ জেলার বিভিন্ন থানার সঙ্গে হরিপাল থানাতেও বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে পুলিশ দিবস পালন করা হলো। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হুগলি গ্রামীণ পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃষ্ণানু রায়, ডিএসপি হেডকোয়ার্টাস অগ্নিশ্বর চৌধুরী হরিপাল থানার ওসি কৌশিক সরকার হরিপালের বিধায়িকা ডাক্তার করবি মাল্লা সহ পুলিশ কর্মীরা। এই অনুষ্ঠানে রক্তদান শিবির, বসে আঁকা প্রতিযোগিতা, বৃক্ষরোপণ সহ একাধিক কর্মসূচি পালিত হয়। ৬০ জন ব্যক্তি রক্তদান করেন এবং ৭০ জন বসে আঁকা প্রতিযোগিতা অংশ নেন।

উল্লেখযোগ্য কাজের জন্য পুলিশকর্মী সিভিক ভলেন্টিয়ার এবং গ্রাম স্বকী বাহিনীর কর্মকর্তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এরই সাথে পঞ্চাষোত্তের প্রধান একটি চাইল্ড ফ্রেন্ডলি কর্নারের উদ্বোধন করেন এএসপি কৃশানু রায়।এছাড়া হারিয়ে যাওয়া ৬০ টি মোবাইল ফোন গ্রাহকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে

এবার হাওড়ার এক হাসপাতালে নাবালিকা রোগীর শ্রীলতাহানির অভিযোগকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা

দফায় দফায় বিক্ষোভ কর্মসূচী, থানা ঘেরাও, ধৃতকে তোলা হলো আদালতে

সুনম আদক, হাওড়া, ১ সেপ্টেম্বরঃ আরজি কর-কাণ্ডের মাঝেই এবার হাওড়া জেলা হাসপাতালে নাবালিকা রোগীর শ্রীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার রাতে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে হাসপাতাল চত্বরে। ঘটনা ঘিরে রাতে উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় জেলা হাসপাতাল চত্বরে। গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্ত সিটি স্ক্যান বিভাগের অস্থায়ী কর্মী আমন রাজকো। অভিযোগ, শিবপুরের বাসিন্দা ১৩ বছরের ওই নাবালিকা গত ২৮ তারিখ নিউমোনিয়া নিয়ে ভর্তি হয়েছিল হাওড়া জেলা হাসপাতালে। শনিবার রাতে তাকে সিটি স্ক্যান করতে নিয়ে যাওয়া হয়। হঠাৎ করেই ওই কিশোরী কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এসে অন্য এক রোগীর আত্মীয়ের কাছে সাহায্য চায়। ঘাইরে দাড়িয়ে থাকা অন্যান্যরাও সেখানে দৌড়ে আসেন। এরপরেই খবর যায় এলাকায়। কিশোরীর পরিবার পরিজনেরা খবর পেয়ে পৌঁছে যান হাসপাতালে। প্রচুর মানুষ ছুটে আসেন হাসপাতালে। শুরু হয় বিক্ষোভ। অভিযুক্ত ওই সিটি স্ক্যান বিভাগের কর্মীকে মারধরেরও চেষ্টা করে উত্তেজিত মানুষ। হাসপাতালে পৌঁছায় হাওড়া থানার বিশাল এলেকা। অতিভুক্ত ওই সিটি স্ক্যান বিভাগের অস্থায়ী কর্মীকে জনতার রোষ থেকে উদ্ধার করে পুলিশ হাওড়া থানায় নিয়ে যায়।

পরিবারের অভিযোগে সিন্ডিকেট অভিযুক্তের চিহ্ন ছিল। সেই মেয়েটি আরও জানায় যদি তার অভিভাবককে এই ঘটনার কথা বলে তাহলে তাকে ইনজেকশন দেবে বলে ভয় দেখানো হয়েছে। আরজি করের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এমন ঘটনা সত্যিই লজ্জাজনক। এই বিষয়ে হাওড়া জেলা হাসপাতালের সুপার ডা. নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বলেন, যা ব্যবস্থা নেওয়ার তা নেওয়া হবে। যা হয়েছে তা পুলিশকে জানানো এদিন হয়েছে। পুলিশ আইনানুগভাবে যা ব্যবস্থা নেওয়ার নেবে। হাওড়া হাসপাতালে সুরক্ষার ব্যবস্থা বড়ানোর চেষ্টা করছি। গত ৩-৪ দিন ধরে সিটি স্ক্যান মেশিন খরাপ অবস্থায় ছিল। পুরনো মেশিন মাঝে মাঝেই খরাপ হয়ে যায়। কবে তা ঠিক হয়েছে তা সঠিকভাবে জানা

গুরুতর অসুস্থ সন্দীপ ঘোষ ‘ঘনিষ্ঠ’ ফরেনসিক মেডিসিনের চিকিৎসক দেবাশিস সোম

সমীর দাস, কলকাতা,১ সেপ্টেম্বরঃ আর জি কর কাণ্ডে যখন উত্তাল বাংলা, তখন একটা দুসংবাদ সামনে আসলো শনিবার রাতে। ডাঃ সন্দীপ ঘোষের ঘনিষ্ঠ চিকিৎসক দেবাশিস সোম হঠাৎ অসুস্থ হয়ে শনিবার রাতে একটি বেসরকারি নার্সিংহোম ভর্তি হয়েছেন। বর্তমানে আইসিইউয়ে সঙ্কটজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন। কয়েকদিন আগেই সিবিআই জেলার মুমোম্বি হয়েছিলেন তিনি। কেষ্টপুরে তার বাড়িতে চলেছিল তল্লাশি। কিন্তু, এখন আচমকা তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় তা নিয়ে শুরু হয়েছে নতুন চর্চা। চিন্তিত নাগরিক মহল। কারণ এই মুহূর্তে তিলোত্তমা কাণ্ডে তদন্তের জন্য ওই চিকিৎসককে খুঁই প্রয়োজন।

জানা যাচ্ছে, শনিবার রাতের রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণেই ভর্তি করা হয় বহিঃপাঠের কাছে একটি বেসরকারি হাসপাতালে। হাসপাতাল সুত্রের খবর, শারীরিক অবনতির কারণে কিডনিতে প্রভাব পড়েছে। ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা অনেকটাই বেশি রয়েছে। শেষ পাওয়া আপডেটে জানা যাচ্ছে তাঁর অবস্থা যথেষ্ট সংকটজনক। প্রসঙ্গত, তিলোত্তমা কাণ্ডে ঘটনার দিন সেমিনার রুমে তাঁর উপস্থিতি নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। সুত্রের খবর, ৯ আগস্ট ঘটনার দিন আরজি করে উপস্থিত ছিলেন সকাল থেকেই। তিলোত্তমার ময়নাতদন্তের সময়েও তার উপস্থিতি ছিল বলে জানা যাচ্ছে। কয়েকদিন আগেই তাঁর বাড়িতে হানা দিয়েছিল সিবিআইয়ের পাঁচ সদস্যের দল। স্বাভাবিক কারণেই তাঁর উপর দিয়ে চলেছে খুবই মানসিক ট্রেস। সকলেই তার দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন।

ম্যানগ্রোভ কাটা ও সরকারি জায়গা দখল করে বাড়ি তৈরির অভিযোগে ধৃত বিজেপির মন্ডল সভাপতি

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি, ১ সেপ্টেম্বরঃ সুন্দরবনের কুলতলিতে এবার ম্যানগ্রোভ কাটার অভিযোগে ধৃত বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে সরকারি সম্পত্তি দখল, ম্যানগ্রোভ কাটাসহ একাধিক মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ধৃতকে রবিবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় কুলতলি থানার পুলিশ। এ দিকে বিজেপি নেতা গ্রেফতার ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপাউতোর কুলতলিতে।এ ব্যাপারে রবিবার আহ্বান জানানো। তিনি বলেন আজকে থানায় যে চাইল্ড ফ্রেন্ডলি

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃশানু রায় বলেন সাধারণ মানুষ যেভাবে পুলিশকে সাহায্য করেন সেই ভাবে আগামী দিনেও আমরা সাহায্য পাব এই আশা রাখছি, তিনি এলাকাবাসীকে প্রয়োজনে থানায় ফোন করে যোগাযোগ রাখার আহ্বান জানান। তিনি বলেন আজকে থানায় যে চাইল্ড ফ্রেন্ডলি

বিধায়িকা ডাক্তার পরবি মাল্লা বলেন পুলিশ আমাদের সব সময় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন তারা উৎসবে কোন আন্দন্দ করবার সময় পান না বরং পুজোর সময় আমাদের আন্দন্দকে ভজায় রাখতে সহযোগিতা করেন। তিনি সকল পুলিশ কর্মীবৃন্দকে অভিনন্দন জানান।

হাসপাতালে ১৩ বছরের নাবালিকার সাথে যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। চিকিৎসারত অবস্থায় সিটি স্ক্যান করার সময় তার সঙ্গে যৌন নির্যাতন করা হয়েছে। অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছে কিন্তু সরকারি হাসপাতালে এই ধরনের ঘটনায় নিরাপত্তা নেই। হাসপাতালে যদি এই ভয়ের পরিস্থিতি তৈরি হয় মহিলারা চিকিৎসা করাবেন কোথায় ? এই নিয়ে সুপারকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় বাম যুব নেতৃত্ব। এদিন হাসপাতালে উপস্থিত ছিলেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, দীপ্তিতা ধর সহ অন্যান্য বাম নেতৃত্ব। বাম নেত্রী দীপ্তিতা ধর বলেন, শনিবার রাতে হাসপাতালের সিটি স্ক্যান রুমে শ্রীলতাহানির ঘটনা ঘটে। বাছাটির হাতে কালসিটে দাগ ছিল। এছাড়া শরীরের একাধিক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন ছিল। পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। যে ব্লিং এর সামনে এদিন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকেই নিতে হবে। হাসপাতালের সুপার আমাদের জানিয়েছেন এই ঘটনা তিনি জানেন না। তিনি এও জানিয়েছেন এমন ঘটনা আর হবেনা। হলে তিনি পদত্যাগ করবেন। বাম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় বলেন, রাজ্যের সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা শেষ হয়ে গিয়েছে। আমরা নিরাপত্তা চাই। যে বা যারা এমন ঘৃণ্য কাজ করেছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। আরজি কর এবং হাওড়া হাসপাতালের ঘটনা এই সময়ের মধ্যে ১৫টি এমন ঘটনা প্রকাশন, পুলিশ,

হয়নি। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব পুলিশের। সরকারের গাইডলাইন অনুযায়ী হাসপাতালের নার্স, স্টাফদের নিরাপত্তা দেওয়া হবে। হাওড়া জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা.কিশলয় দত্ত বলেন, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এক্সআইআর করা হয়েছে। তাকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। এই হাসপাতালে সিটি স্ক্যান ডিপার্টমেন্ট চলছে পিপিপি মডেলে। ওদের শো-কজ করা হয়েছে। পুলিশ পুলিশের কাজ করছে। ঘটনার যথার্থ তদন্ত হবে। যদি দোষী প্রমাণিত হয় তাহলে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিকে, নাবালিকা রোগীর শ্রীলতাহানির ঘটনা নিয়ে রবিবার সকাল থেকেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে হাওড়া জেলা হাসপাতাল চত্বরে। বাম, বিজেপি সহ বিরোধী দলের তরফ থেকে দফায় দফায় হাসপাতালে বিক্ষোভ হয়। হাওড়া জেলা হাসপাতালের সুপারের পদত্যাগের দাবি তুলে রবিবার সুপারের অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ হয়। বাম যুব কর্মীরা দাবি তোলে এই ঘটনায় সুপারকে অপসারণ করতে হবে। হাসপাতালের সুপার ডা. নারায়ণ চট্টোপাধ্যাকে ঘিরেও বিক্ষোভ হয়। এদিন সকালে হাসপাতালের ইমারজেন্সি গেটের বাইরে বিক্ষোভ দেখায় বাম যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই। বাম নেতা বিশিষ্ট আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় এদিন উপস্থিত ছিলেন বিক্ষোভ কর্মসূচিতে। বাম নেতৃত্বের অভিযোগ, হাওড়া জেলা

মহিলা স্বাস্থ্য কর্মীর শ্রীলতাহনি, গ্রেফতারের দাবি

দূরন্ত বার্তা, ইলামবাজার, ১ সেপ্টেম্বরঃ আর জি কর হাসপাতালের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই, আবার ঘটে গেল ইলামবাজার ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে শ্রীলতা হানির ঘটনা। এই ঘটনায় তোলপাড় শুরু হয়েছে ইলামবাজারে। স্বাস্থ্য কেন্দ্র সূত্রে জানা গেছে, জয়দেব অঞ্চলে বদিপুর গ্রামে শেখ আব্বাস উদ্দিন স্বর নিয়ে শনিবার রাতে ইলামবাজার ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি হন। কতাবরত নার্স কর্মী তাকে চিকিৎসা করতে গেলে রুগ্নী নিজেই কর্তব্যরত নার্স কর্মীকে শ্রীলতাবাজারে কবে বলে অভিযোগ। ঘটনার সময় রাত্রি ৯৩০ মিনিট নাগাদ বলে সূত্রের খবর। এই ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। এ ব্যাপারে ইলামবাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক সুবীর রায় চৌধুরী জানান, কর্মীরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করে থাকলে আমি বখ্ বার ইলামবাজার থানা ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কে লিখিতভাবে কর্মীদের নিরাপত্তা চেয়ে বন্দুকধারী পুলিশকে মোতায়েন করার জন্য আবেদন জানিয়ে এসেছি। আবেদনের করার পর কিছু দিন বন্দুকধারী পুলিশ মোতায়েন করা হয়ে থাকলেও পরে তাদের তুলে নিয়ে পুনরায় সিভিক ভলেন্টিয়ার্স দের মোতায়েন করা হয়ে থাকে। হাসপাতাল কাণ্ডে আমি ইলামবাজার থানায় লিখিতভাবে অভিযোগ জমা দিয়েছি। ইলামবাজার থানা পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করছে।

সোমবার, ২ সেপ্টেম্বর ২০২৪। ৩



সরকারকে যদি অপরাধীরা ভয় করত তাহলে অপরাধ কমত। আর সাধারণ মানুষ যদি ভয় পায় তারা এইভাবেই অত্যাচারিত হবে। এদিকে, হাওড়া জেলা হাসপাতালে নাবালিকা রোগীর শ্রীলতাহানির ঘটনায় হাওড়া জেলা হাসপাতালের নিউ ব্লিং এর সামনে এদিন বিক্ষোভ দেখান উমেশ রাই এর নেতৃত্বে বিজেপি কর্মীরা। ওই ঘটনার প্রতিবাদে বিজেপির তরফ থেকে দুপুরে হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখানো হয়। বিজেপি নেতা সঞ্জয় সিং বলেন, রাজ্যে মহিলারা সুরক্ষিত ননা। হাওড়া জেলা নাবালিকার শ্রীলতাহানি হয়েছে। প্রায় ১ ঘটনা পর পুলিশ সেখানে আসে। এখানকার প্রশাসন মহিলাদের কোনও সুরক্ষা দিতে পারছে না। দেশ চাপাচ্ছে অন্যদের উপর। অনাদিকে, হাওড়া হাসপাতালের ঘটনায় হাওড়ার পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিচার জানিয়ে এদিন বিকেলে হাওড়া থানা ঘেরাও কর্মসূচি নেয় বিজেপির মহিলা মোর্চা। ওই কর্মসূচিতে

উপস্থিত ছিলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ, বিজেপির রাজ্য মহিলা মোর্চার সভানেত্রী ধানুন্দী পাত্র সহ অন্যান্য রাজ্য নেতৃত্ব। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা সদরের সভাপতি রামপ্রসাদ ভট্টাচার্য, হাওড়া জেলা সদর মহিলা মোর্চার সভানেত্রী পৌলমী আদকা হাওড়া থানার সামনে রাজ্যের পুলিশ মন্ত্রীকে বিচার জানিয়ে স্লোগান দেন তারা। দিলীপ ঘোষ বলেন, আজ সকালে প্রাতঃভ্রমণের সময় ব্যবসায়ীর উপর গুলি চালনা এবং কিশোরীর উপর শ্রীলতাহানির ঘটনা জানতে পারি। এটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত ১৪ বছরে ৪৮ হাজার এমন ঘটনা ঘটেছে। এইরকম ঘটনা প্রতিদিনই ঘটছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কখনও ফাঁসি কখনও ফাস্ট ট্রাক কোর্টে মামলার কথা বলেছেন। কিন্তু না কোনও তথ্য দিচ্ছেন, না কার্ডকে গ্রেফতার করতে দিচ্ছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার থাকলে এমন ঘটনা ঘটতেই থাকবে।

সিঙ্গুর কি আবার আন্দোলনের পথে সত্য সন্ধানে তৈরি হল সিঙ্গুর বন্ধ্যা জমি পুনর্ব্যবহার কমিটি

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর : সিঙ্গুরআন্দোলনে সিঙ্গুর জমি রক্ষা কমিটির যারা প্রথম শাড়িতে ছিলেন তারা এবার সত্য সন্ধানে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ। ২০০৬ সালের প্রায় হাজার একর জমির ছোট ন্য্যানে গাড়ির কারখানা করার জন্য টাটা ঘিরে নিয়েছিলেন এলাকা কারখানার সেট ও তৈরি হয়েছিল কিন্তু সিংহের জমির রক্ষা কমিটির আন্দোলনে উত্তপ্ত হয় এলাকা সেই আন্দোলনে প্রথম সারিতে ছিলেন বিরোধী দলনেত্রী বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তারপর দীর্ঘ আন্দোলনের পর অনিচ্ছুক সরকারি ইকোর্টের নির্দেশে জমি ফেরত পান বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারিভাবে কমিটি করে সরকারি উদ্যোগে জমি চাষযোগ্য করে ফেরতের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং এলাকায় যাতে চাষীরা আবার চাষ করতে পারে কংক্রিট বোল্ডার সড়িয়ে তার জন্য কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করেন। হাজার একরের মধ্য ৬০০ একর চাষযোগ্য হলেও এখনো পর্যন্ত ৭০০ একর চাষের অযোগ্য সেটাকে এলাকায় গেলেই বোঝা যাবে। এলাকার মানুষের একটাই দাবি ছিল তাদের জমি চাষযোগ্য করে তাদের তুলে দিতে হবে সেই মতো মমতা ব্যানার্জি উদ্যোগও নেন কাজ শুরু হয় কিন্তু হঠাৎ কোনো কার্জে জমি চাষযোগ্য করার কাজ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এলাকার মানুষের সাথে কথা বলে বোঝা যায় যে মুখ্যমন্ত্রী অর্থাৎ মমতা ব্যানার্জীর কাছে সঠিক খবরগুলো যাচ্ছে না যাদেরকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল এই এলাকায় তারা বলছে যে ৯১ শতাংশ জমি নাকি চাষযোগ্য হয়ে গেছে এবং চাষ শুরু হয়ে গেছে এলাকার মানুষ এবং তখনকার আন্দোলনের প্রথম সারির ছিলেন যারা সিঙ্গুর জমি রক্ষা কমিটির প্রথম সারির মুখ দুধকুমার থায়া, মহাদেব দাস,তিমির কুমার ঘোষ , দীপক্লর ঘোষ, তপন কোলে,কিংশুক ঘোষ এখন সিঙ্গুর বন্ধ্যা জমি পুনর্ব্যবহার

তৃণমূল কংগ্রেসে সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন রিপুন বড়া

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বরঃ সভাপতি হিসাবে নিজের গ্রহবতার সঙ্গে অসমের জনগণের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যবহারগততা না আনতে পারার কারণ দেখিয়ে পদ সহ দলের প্রাথমিক সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কে দাস,তিমির কুমার ঘোষ , দীপক্লর ঘোষ, তপন কোলে,কিংশুক ঘোষ এখন সিঙ্গুর বন্ধ্যা জমি পুনর্ব্যবহার বছরেও তার অন্যথা হবে না। আর সেই কারণেই ইতিমধ্যেই প্রশাসনের তরফ থেকে গোটা তারাপীঠ চত্বরকে কড়া নিরাপত্তা চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে। আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বেশ কিছু অসাধু ব্যক্তিরা নিজেদের চক্র চালাচ্ছেন। কেউ আবার দেবীর নামে ওয়েবসাইটে অ্যাপ বানিয়ে বিভিন্ন রকমের পুজোর ডালার দ্যাম নির্ধারিত ক্রয় দিচ্ছেন। একটা ইংরেজিতে লেখা রয়েছে বুক, আর সেখানে ক্লিক করলেই বিভিন্ন পুজোর দেওয়ার তালিকা খুলে যাচ্ছে। মূলত করোন। পরিস্থিতির সময় এই প্রতারণা চক্র কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। কারণ করোন। সংক্রমণ রোধের জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে কাউকে বাড়ির বাইরে বের হতে দেওয়া হচ্ছিল না। আর সেই সময়েই সাধারণ মানুষজন অনলাইন কেনাবেচার উপর অনেকটাই নির্ভরশীল হয়ে গিয়েছিলেন। আর সেই সুযোগেই দেব দেবী এবং মন্দিরপ্রত্নতথ্য বৈদ্যকী রাজ্যের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র বিশেষ করে তারাপীঠের



মত এলাকায় প্রতারকদের জাল বিস্তৃত হয়েছে। সারা বছর চূপচাপ থাকলেও বিভিন্ন তথ্যিতে সক্রিয় হয়ে ওঠে তারা। আর ধর্ম বিশ্বাসী মানুষজন তাদের চক্রে পড়েই পকেট ফাঁকা হচ্ছে তাদের। তারাপীঠ মন্দির কমিটির সভাপতি ও তারাময় মুখোপাধ্যায় জানান মন্দিরের কোন অনলাইন ওয়েবসাইট নেই। তিনি জানেন প্রত্যেকটি পর্যটক এর নিজস্ব কোন না কোন পুরোহিত রয়েছে যদি আপনি পুজো দিতেই চান তাহলে সেই সমস্ত পুরোহিতদের ফোন করে পুজো দেওয়ার ব্যবস্থা করুন কোন অনলাইন চক্রে পড়বেন না।

ফ্যাশন- রূপচর্চা

ত্বকে কিছুটা উঁচু অংশ দেখা দিতে পারে, যা লেজার চিকিৎসায় সেরে যায়

লেজার চিকিৎসা শুধু সৌন্দর্যবর্ধনের কাজেই ব্যবহৃত হয় না। ব্রণ থেকে সৃষ্ট গর্ত, ত্বকের বাড়তি অংশ অপসারণ কিংবা আঁচিলের চিকিৎসায়ও লেজার পদ্ধতি বেশ কার্যকর। ত্বকের অব্যঞ্চিত দাগছোপ কিংবা লোমের সমস্যায় লেজার চিকিৎসা জনপ্রিয়। চর্মরোগবিশেষজ্ঞ একজন ডাক্তার বাবু জানান, বিভিন্ন ধরনের লেজার প্রযুক্তির প্রয়োগ আলাদা। কার্বন ডাইঅক্সাইড লেজার এমন এক বিশেষায়িত প্রযুক্তি, যা ত্বকের নির্দিষ্ট ধরনের বাড়তি কোষ দূর করতে সাহায্য করে। আবার ত্বকের কোথায় কোনো ফাঁকা অংশ তৈরি হলে সেটি ভরাট করতেও কাজে লাগানো যায় এই প্রযুক্তি।



ব্রণ থেকে সৃষ্ট গর্ত
ব্রণ থেকে কারও কারও ত্বকে গর্তের মতো ক্ষত সৃষ্টি হয়। ব্রণ সেরে গেলেও কিন্তু রয়ে যেতে পারে এমন গর্ত। এমন ক্ষত ভরাট করার জন্য কার্যকর চিকিৎসাপদ্ধতি হলো কার্বন ডাইঅক্সাইড লেজার প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তি প্রয়োগ করে

ত্বকের ভেতর দিক থেকে নতুন কোষের সৃষ্টি ত্বরান্বিত করা যায়। আর নতুন এসব কোষ ত্বকের ফাঁকা অংশ বরাবরই হয়ে থাকে। ফলে গর্তের জায়গাটা ভরাট হয়ে ওঠে।
আঁচিল
ডাইরাস সংক্রমণের ফলে শরীরের নানা জায়গায় আঁচিল সৃষ্টি হয়ে

থাকে। হাত, পা, পিঠ, মুখ এমনকি মুখের ভেতরের অংশ কিংবা জননাস্থেও হতে পারে আঁচিল। অধিকাংশ আঁচিল চিকিৎসা ছাড়াই সেরে যায়। তবে আঁচিলে অনেকের ব্যথাও হয়। দৈনন্দিন জীবনের কাজেকর্মে ব্যাঘাত ঘটতে পারে আঁচিল। এই যেমন, পায়ের পাতায়

বড় আঁচিল হলে ইটাচলায় সমস্যা হতে পারে। আবার শরীরের এমন কোথাও আঁচিল হতে পারে, যাতে ব্যথা বা অন্য কোনো সমস্যা না হলেও বেশ অস্বস্তিকর। রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কম থাকলে আঁচিল সারতে দীর্ঘ সময় লাগতে পারে। কাটাছেঁড়ার ঝামেলা ছাড়াই কার্বন

ডাইঅক্সাইড লেজারের সাহায্যে আঁচিল দূর করা যায় খুব একটা ব্যথাও হয় না।

ত্বকের বাড়তি বা উঁচু অংশ
ত্বকে কখনো কখনো বাড়তি অংশ সৃষ্টি হতে পারে। কিংবা ত্বকে কিছুটা উঁচু অংশ দেখা দিতে পারে। কোলেস্টেরল জমে কিংবা অন্য কোনো কারণে চোখের পাতায় এমন উঁচু অংশের সৃষ্টি হতে পারে। আবার অনেক সময় ত্বকে দানাদার কিছুও ওঠে। নির্দিষ্ট কিছু রোগের ক্ষেত্রে এমন কিছু সমস্যা সমাধানেও কাজে আসে কার্বন ডাইঅক্সাইড লেজার।

খেয়াল রাখুন
কোন সমস্যা কী কারণে হয়েছে এবং কোন অবস্থায় কোন চিকিৎসাপদ্ধতি কতটা কার্যকর, তা কেবল একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শে বোঝা সম্ভব। তাই এ ধরনের সমস্যা থেকে থাকলে প্রথমে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। প্রয়োজনে তিনি লেজার প্রযুক্তির সাহায্য নেবেন।

কি ভাবে আপনি লম্বা চুলের রানী হবেন, জানতে হলে আপনাকে পড়তে হবে

অনেকে চুল লম্বা করতে চাইলেও পারেন না। নাগরিক ব্যস্ত জীবনে চুলের জন্য আলাদা সময় বের করাটাও কঠিন সময়। তবে কিছু সহজ উপায় মেনে চললে সহজে চুল লম্বা করা সম্ভব।



নিয়মিত তেল মালিশ

নিয়মিত তেল মালিশ চুলের বৃদ্ধিতে অত্যন্ত কার্যকর। বিভিন্ন ভেষজ তেল চুলে পুষ্টি জোগায় ও চুলের বৃদ্ধি বাড়ায়। একজন রূপবিশেষজ্ঞ জানান, বিভিন্ন ধরনের তেল মিশিয়ে চুলে ব্যবহার করা যায়। এ জন্য ১ চা-চামচ একুট্রা ভার্জিন নারকেল তেল, ১ চা-চামচ কাঠবাদাম তেল, ১ চা-চামচ জলপাই তেল হালকা গরম করে নিন। সঙ্গে মেশান অর্ধেক চা-চামচ ক্যাস্টার অয়েল। এই তেল চুলে লাগান। এরপর আধা ঘণ্টা রেখে চুল ধুয়ে ফেলুন। এভাবে এক দিন পরপরই চুলে তেল মালিশ করতে পারেন।

চুল সব সময় পরিস্কার রাখুন
চুল পরিস্কার রাখা জরুরি। সপ্তাহে দুই থেকে তিনবার শ্যাম্পু করে চুল পরিস্কার করুন। শ্যাম্পুর সঙ্গে চুলে কন্ডিশনারও ব্যবহার করতে হবে।

এতে চুল অতিরিক্ত শুষ্ক হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে না। ময়লা জমে থাকলে চুলের বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে। তাই নিয়মিত চুল পরিস্কার করুন।

চুলে প্রোটিন ট্রিটমেন্ট
সাধারণত আমিষের অভাবের

কারণেই চুল পড়া বেড়ে যায়। তাই সপ্তাহে অন্তত এক দিন চুলে প্রোটিন প্যাক লাগানো যেতে পারে। প্যাক লাগানোর আগে চুলে ২ চা-চামচ একুট্রা ভার্জিন নারকেল তেল ও ১ চা-চামচ পেঁয়াজের রসের সঙ্গে ৪-৫ ফোঁটা ভিনেগার বা

লেবুর রস মিলিয়ে নিন। আধা ঘণ্টা লাগিয়ে রাখুন। এরপর টক দই, ডিম মিশিয়ে প্যাক বানাতে পারেন। প্যাকটি যেন একটু ঘন হয়, এমনভাবে বানান। এক ঘণ্টা অপেক্ষা করুন। এতে খুশকি দূর হওয়ার পাশাপাশি প্যাকের কার্যকারিতাও বেড়ে যাবে বলে জানান তিনি।

পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলুন
খাদ্যাভ্যাস চুলের বৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা রাখে। শাকসবজি, ফলমূল, বাদাম, ডিম, দুধ, মাছ ইত্যাদি খাওয়ার অভ্যাস করুন। আমিষ ও ভিটামিনসমৃদ্ধ খাবার চুলকে মজবুত করে এবং দ্রুত বাড়তে সাহায্য করে। পর্যাপ্ত জল পান করাও গুরুত্বপূর্ণ।

চুল পড়া রোধে করণীয়
১. তেল দিয়ে অনেকক্ষণ রাখা যাবে না। চুলের গোড়া নরম হয়ে যেতে পারে।

২. প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত আঁচড়ালে চুল ভেঙে যেতে পারে।
৩. শ্যাম্পুর পর কন্ডিশনার ব্যবহার বাদ দেওয়া যাবে না।
৪. ভেজা চুল দুর্বল থাকে। তাই অন্তত ১০০ শিশুর জিনগত সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ জৈবিক দিক বিচারে তিনি ১০০ সন্তানের বাবা। দূরভের বড় পরিচয়, তিনি বার্তা আদানপ্রদানের আপ টেলিগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা। গত সপ্তাহে ব্যক্তিগত উড্ডোজাহাজে করে ফ্রান্স সফরের সময় তাঁকে আটক করা হয়েছে। তাঁকে মেটা ও ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা মার্ক জাকারবার্গের মতো অসাধারণ বিবেচনা করা হয়। একই সঙ্গে বর্তমান এন্ড্র (প্রাক্তন টুইটার) প্রতিষ্ঠাতা জ্যাক ডরসির অদ্ভুত জীবনযাপনের সঙ্গে তাঁর মিল পাওয়া যায়। টেসলার প্রতিষ্ঠাতা ইলন মাস্কের স্বাধীনচেতা হওয়ার বৈশিষ্ট্যও রয়েছে দূরভের মধ্যে। ইলন মাস্কের যেমন অনেক সন্তান এবং পদ্ধতি গ্রহণের প্রতি প্রতিশ্রুতির প্রমাণ, যা রেল অপারেশনের উচ্চ মান নিশ্চিত করে এবং বিদ্যমান লেআউটের সংশোধনগুলিকে কমায়। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার যাত্রীদের সুরক্ষিত,দক্ষ এবং নির্ভরযোগ্য রেল পরিষেবা প্রদান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং অঞ্চলটির ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য পরিকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখবে।

ইসরায়েলি হামলায় নিহত ১০০

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি হামলায় শনিবার সারা দিনে অন্তত ৬১ জন নিহত হয়েছেন। নিহত মানুষের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য আধিকারিক এ তথ্য জানিয়েছেন। গত বছরের ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে ইসরায়েল। যুদ্ধ শুরু পর থেকে এ পর্যন্ত সেখানে ৪০ হাজার ৬৯১ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ৯৪ হাজার ৬০ জন। জাতিসংঘের একটি সংস্থা জানায়, গত বুধবার পশ্চিম তীরে ইসরায়েলের আক্রমণ শুরুর পর থেকে সেখানে ২০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে আছেন একজন প্রতিবন্ধী ও বেশ কিছু শিশু। এদিকে ইসরায়েলি সেনাদের ভয়াবহ অবরোধের মুখে পড়ছে পশ্চিম তীরের জেনিন শহর। সেখানকার বাসিন্দারা খাবার ও পাসিসংকেটে পড়েছেন। বন্ধ হয়ে গেছে বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট সংযোগও। পশ্চিম তীরে কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ সামরিক অভিযান চালাচ্ছে ইসরায়েল। শনিবারও অভিযান অব্যাহত ছিল। গাজার কর্মকর্তারা বলছেন, তারা এরই মধ্যে মধ্য গাজায় কিছু শিশুকে পোলিও টিকা দিতে শুরু করেছেন। রবিবার গাজায় জাতিসংঘের টিকাদান কর্মসূচি শুরু হবে। এ উপলক্ষে তিন দিনের জন্য মামবিক যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে ইসরায়েল।

সুরক্ষা আরও বৃদ্ধি করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের লাংটিং স্টেশন ইয়ার্ডে টার্ন আউট পরিবর্তন



মালিগাঁও, ১ সেপ্টেম্বরঃ ট্রেনের পরিচালনগত দক্ষতা এবং সুরক্ষা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের লামডিং ডিভিশন সফলভাবে লামডিংবদরপুর হিল সেকশনে অবস্থিত লাংটিং ইয়ার্ডে পূর্বে বিদ্যমান ১ ইন ১২ ট্র্যাক টার্নআউট পরিবর্তন করে আরও অধিক সুরক্ষিত ১ ইন ১৬ টার্নআউট স্টেট স্থাপন করেছে। এই সফলতা একটি মাইল ফলক অর্জন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, কারণ এই ধরনের আপগ্রেডেশন প্রথমবারের মতো এই জোনে গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এই স্থাপনার সফলতার পর আরও ১২ টি টার্ন আউট ১ ইন ১৬ টার্নআউটে পরিবর্তনের পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই প্রস্তুত করা হয়েছে যা লামডিং-বদরপুর হিল সেকশনের

অধীনে লামডিং ডিভিশনে সম্পন্ন হবে এবং প্রকল্পগুলি ইতিমধ্যে অনুমোদিত ও বাস্তবায়নের পথে রয়েছে। লাংটিং ইয়ার্ডের পূর্ববর্তী ১ ইন ১২ টার্নআউট (পয়েন্ট ১০১) ৩.৫ ডিগ্রি কার্ভ স্থাপন করা হয়েছিল, যার ফলে ক্রসওভারে ৭.৫ ডিগ্রির একটি শার্প কার্ভেচার সৃষ্টি হয়েছিল। এই শার্প কার্ভেচার সূচক ট্রেন পরিচালনার ক্ষেত্রে টার্নআউট স্টেট স্থাপন করেছে। এই সফলতা একটি মাইল ফলক অর্জন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, কারণ এই ধরনের আপগ্রেডেশন প্রথমবারের মতো এই জোনে গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এই স্থাপনার সফলতার পর আরও ১২ টি টার্ন আউট ১ ইন ১৬ টার্নআউটে পরিবর্তনের পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই প্রস্তুত করা হয়েছে যা লামডিং-বদরপুর হিল সেকশনের

অধীনে লামডিং ডিভিশনে সম্পন্ন হবে এবং প্রকল্পগুলি ইতিমধ্যে অনুমোদিত ও বাস্তবায়নের পথে রয়েছে। লাংটিং ইয়ার্ডের পূর্ববর্তী ১ ইন ১২ টার্নআউট (পয়েন্ট ১০১) ৩.৫ ডিগ্রি কার্ভ স্থাপন করা হয়েছিল, যার ফলে ক্রসওভারে ৭.৫ ডিগ্রির একটি শার্প কার্ভেচার সৃষ্টি হয়েছিল। এই শার্প কার্ভেচার সূচক ট্রেন পরিচালনার ক্ষেত্রে টার্নআউট স্টেট স্থাপন করেছে। এই সফলতা একটি মাইল ফলক অর্জন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, কারণ এই ধরনের আপগ্রেডেশন প্রথমবারের মতো এই জোনে গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এই স্থাপনার সফলতার পর আরও ১২ টি টার্ন আউট ১ ইন ১৬ টার্নআউটে পরিবর্তনের পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই প্রস্তুত করা হয়েছে যা লামডিং-বদরপুর হিল সেকশনের

রাজ্যে শস্যবিমায় নাম নথিভুক্তি

কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বরঃ এই রাজ্যের কৃষকদের জন্য শস্যবিমার সুবিধা পৌঁছে দিতে তড়ুতা চাষিদের জন্য চলতি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে নাম নথিভুক্ত করতে হবে। ধান চাষিদের ক্ষেত্রে ওই সময় সীমা ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বলে জানিয়েছে রাজ্য কৃষি দফতর। ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে বলেন, খরিফ মরসুমে কৃষিক্ষেত্রে এ রাজ্যের সিংহভাগ কৃষকের জন্য এই সুবিধা চালু রয়েছে। সূতরাং নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যেই যে কৃষকদের তা ব্লক অফিসে জমা করতে হবে। রাজ্য কৃষি দফতরের এক আধিকারিক জানান, ওই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে থেকে রাজ্য সরকার এই সুবিধা চালু করে। নাম নথিভুক্ত করা হলে পরে সুবিধা মিলবে শস্যবিমার।

১০০ সন্তানের বাবা পাভেল দূরভ

পাভেল দূরভ অনেক লোকের কাছে অনেক কিছু। কারও কাছে তিনি প্রোগ্রামিং দুনিয়ার বিমায় তো কারও কাছে বিলিয়নিয়ার উদ্যোক্তা। কেউ তাঁকে ভাবেন ক্রেমলিনের পুতুল, কেউবা বাকস্বাধীনতার যোদ্ধা। এই পাভেল দূরভের সঙ্গে অন্তত ১০০ শিশুর জিনগত সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ জৈবিক দিক বিচারে তিনি ১০০ সন্তানের বাবা। দূরভের বড় পরিচয়, তিনি বার্তা আদানপ্রদানের আপ টেলিগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা। গত সপ্তাহে ব্যক্তিগত উড্ডোজাহাজে করে ফ্রান্স সফরের সময় তাঁকে আটক করা হয়েছে। তাঁকে মেটা ও ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা মার্ক জাকারবার্গের মতো অসাধারণ বিবেচনা করা হয়। একই সঙ্গে বর্তমান এন্ড্র (প্রাক্তন টুইটার) প্রতিষ্ঠাতা জ্যাক ডরসির অদ্ভুত জীবনযাপনের সঙ্গে তাঁর মিল পাওয়া যায়। টেসলার প্রতিষ্ঠাতা ইলন মাস্কের স্বাধীনচেতা হওয়ার বৈশিষ্ট্যও রয়েছে দূরভের মধ্যে। ইলন মাস্কের যেমন অনেক সন্তান এবং পদ্ধতি গ্রহণের প্রতি প্রতিশ্রুতির প্রমাণ, যা রেল অপারেশনের উচ্চ মান নিশ্চিত করে এবং বিদ্যমান লেআউটের সংশোধনগুলিকে কমায়। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার যাত্রীদের সুরক্ষিত,দক্ষ এবং নির্ভরযোগ্য রেল পরিষেবা প্রদান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং অঞ্চলটির ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য পরিকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখবে।

ত্রাণ শিবিরে অব্যবস্থা দেখলেন এডিসি-র সদস্য

গভাছড়া , ১ সেপ্টেম্বরঃ গভাছড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের অস্থায়ী ত্রাণ শিবিরে চলছে লাগাতার অব্যবস্থা। নেই বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা, নোহো আবর্জনার মধ্যে কোনও রকমে প্রাণ নিয়ে বেঁচে আছেন শরণার্থীরা। খাওয়া দাওয়ায়ও অব্যবস্থা। সারাদিনের খাবারে মিলছে শুধু সয়াবিন আর ডাল। শিবিরে ঘরের চালের ছিদ্র গলে পড়ছে বুট্টির জল। ঘুমানোর জন্য নীচে পাতা রয়েছে শুধুমাত্র ত্রিপল। নেই সঠিক বিদ্যুৎ পরিষেবা। ফলে শিবিরের আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া শিকিয়ে উঠেছে। শিবিরের বৈদ্যুতিন পাখাগুলিও অচল। শিবিরের এ সব চরম সমস্যাগুলি প্রত্যক্ষ করেছেন এমডিসি ভূমিকানন্দ রিয়াং। রবিবার এমডিসি ভূমিকানন্দ রিয়াং আচমকা গভাছড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের অস্থায়ী ত্রাণ শিবির পরিদর্শনে গিয়ে দেখেঠেন এ সব অব্যবস্থার চিত্র। তিনি শিবিরের আবাসিকদের সঙ্গে কথা বলেন। উদ্ধৃত নানা অভিযোগ করেন শিবিরবাসীরা। শরণার্থীদের মুখ থেকে অভিযোগগুলি শুনে রীতিমতো হতবাক হয়ে যান খেদ এমডিসি। প্রতিটি সমস্যা নিজে খতিয়ে দেখেছেন এমডিসি ভূমিকানন্দ রিয়াং। সমস্যাগুলি নিরসন করতে তিনি শিবির থেকে স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন। দিন কয়েকের মধ্যেই চলতি সমস্যাগুলির সমাধান করে দেওয়ার আশ্বাস দেন এমডিসি ভূমিকানন্দ।

Name Change
I, Md Akhtar Shahzada alias Akhtar Ali S/o. Akbar Ali R/o. 26/12, Khagendra Chatterjee Road, P.S. + P.O.- Cossipore, Kolkata-700002 shall henceforth be known as Sk Akhtar Ali. I declare that Sk Akhtar Ali, Md Akhtar Shahzada and Akhtar Ali is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 30-08-2024.

Name Change
I, Md Aadil Shahzada S/o. Sk Akhtar Ali R/o. 26/12, Khagendra Chatterjee Road, P.S. + P.O.- Cossipore, Kolkata-700002 shall henceforth be known as Aadil Shahzada. I declare that Aadil Shahzada and Md Aadil Shahzada is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 30-08-2024.

Name Change
I, Sk Mofidul Islam S/o. Sk Golam Nabi R/o. West Baisali Para, Salepur, P.S. + P.O.- Baruipur, Dist.- 24 Pgs. (S), Pin-700144 shall henceforth be known as Sk Mafidul Islam. I declare that Sk Mafidul Islam and Sk Mofidul Islam is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 30-08-2024.

Name Change
I, Harshit Sudhir Gohil (Old Name) S/o Sudhir Kumar Kantilal Gohil Residing at Rameswara Mansion Block- B, Flat-3, 3rd Floor, 10/4A, Laia Lalpat Rai Sarani, VTC: L.R. Sarani, P.O.- L.R. Sarani, Sub District: Circus Avenue, District- Kolkata, Pin-700020, W.B. shall henceforth be known as Harshit Gohil (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no.008/2024 Dated 28-08-2024. Harshit Sudhir Gohil (Old Name) and Harshit Gohil (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Chayan Halder (old name) S/O su-pada Halder, residing at Ramkrishna Pally, Newtown, Tarulia, North 24 Pgs. Pin- 700102, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Chayan Halder (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Alipore on 23/07/2024. Chayan Halder (new name) and Chayan Halder (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Biswajit Halder (old name) S/O Chayan Halder, residing at Ramkrishna Pally, Newtown, Tarulia, North 24 Pgs, Pin- 700102, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Biswajit Halder (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Alipore on 23/07/2024. Biswajit Halder (new name) and Biswajit Halder (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Tajmohammad Ansari & Taj Mohammad Ansari (old name) S/O Dukhi Mia Ansari, Presently residing at 25K Matlial Basak Lane, Phool Bagan, Kolkata- 700054, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Taj Ansari (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 30/08/2024. Md Taj Ansari (new name) and Tajmohammad Ansari & Taj Mohammad Ansari (old name) all are same identical person.

Name Change
I, Atiar Sardar (old name) S/O Late Rahim Sardar, Presently residing at Vill.- Raghudebbati Sardar Para, P.S.- Sankrali, Dist.- Howrah, Pin- 711310, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Atier Sardar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 30/08/2024. Atier Sardar (new name) and Atiar Sardar (old name) both are same identical person.

মৌশুনীতে শহীদ বেদীর উদ্বোধন

দূরন্ত বার্তা, নামখানা, ১ সেপ্টেম্বরঃ খাদ্য আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শহীদ বেদী উদ্বোধন হলো মৌশুনীতে। ১৯৫৯ সালের ৩১শে আগস্ট খাদ্য আন্দোলনে শহীদ হন বহু মানুষ। সেই ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলনের ৬৫ তম বছরে শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে শহীদবেদী তৈরি করা হলো। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নামখানা ব্লকের মৌশুনীর কুসুমতলা বিবেক পল্লীতে এই শহীদবেদী উদ্বোধন করা হয়। শনিবার দিন এই শহীদবেদীর ফিতে কেটে উদ্বোধন করেন বর্ধীয়ান সিপিআইএম নেতা তথা সিপিআইএমএর সুন্দরবন জেলার কৃষক নেতা প্রভাত মন্ডল। পরে তিনি সিপিআইএমের দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন ও শহীদ বেদীতে মালাদান করে। বর্ধীয়ান সিপিআইএম নেতা প্রভাত মন্ডল বলেন ১৯৫৯ সালে যখন খাদ্য আন্দোলন ব্যাপক হারে বিস্তার লাভ করে। তখন আমার ২০ কিংবা ২১ বছর বয়স। আমি সেই উদ্বোধন হলো সেই গণআন্দোলনে শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে। এদিন সিপিআইএম নেতা দেবশীষ গার বলেন আমরা আজ ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই শহীদ বেদী তৈরি করলাম। আমরা হেরেছি কিন্তু হারিয়ে যাইনি।এদিন প্রথমে বাগডাঙ্গা বাজার থেকে মিছিল করে শহীদবেদী পর্যন্ত আসেন সিপিআইএম কর্মীরা। এরপর শহীদ বেদী উদ্বোধন করা হয় ও শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। ঠিক এর পরেই কুসুমতলা বিলোমোড় পর্যন্ত আরজিকর কাণ্ডের প্রতিবাদে একটি প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। এদিন উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএমএর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা নেতৃত্ব দীনেশচন্দ্র পাহাড়ি, দীপক দাস, মুজাহিদ কবির শেরওয়ান, শিক্ষক সংগঠনের সদস্য শান্তনু দাস, মৌশুনি অঞ্চল কমিটির সম্পাদক শেখ হাবিব আলী সহ সিপিআইএম অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।



থেকে ১০০ সন্তান জন্ম নিয়েছে। রুমবার্গের তথ্য অনুযায়ী, পাভেল দূরভের মোট সম্পদের পরিমাণ ৯১৫ কোটি মার্কিন ডলার। তাঁর অনেক দেশের পাসপোর্ট ও আবাস রয়েছে। এক দশকের বেশি সময় ধরে তিনি সীমানাহীন এক জীবন যাপন করছেন।

তাঁকে প্রায়ই খালি গায়ে বিভিন্ন দেশে ভ্রমণে যেতে দেখা যায়। গণতান্ত্রিক হোক আর অন্য যেকোনো দেশের সরকারি বিভিন্ন সংস্থার নজরদারি এড়িয়ে মুক্ত যোগাযোগের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন তিনি। তবে দূরভকে

আটকের বিষয়টি এখন নতুন একটি বিতর্ক তৈরি করছে। তাঁর তৈরি টেলিগ্রাম অ্যাপ এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশনে প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের মধ্যে নিরাপদ যোগাযোগের সুবিধা দেয়। এতে তৃতীয় পক্ষ ঢুকতে পারে না। ধারণা করা হচ্ছে, দূরভকে আটকে টেলিগ্রামের এনক্রিপশন প্রযুক্তিতে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করা হতে পারে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন বড় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও আনার জন্য যে চেষ্টা চালাচ্ছে, দূরভকে আটক করে বিষয়টি হাসিলের চেষ্টা করা হতে পারে।

সাগরে স্বচ্ছতা পাখওয়াদা অভিযান

দূরন্ত বার্তা, সাগর, ১ সেপ্টেম্বরঃ এ বিশ্ব তথা পৃথিবীকে শিশু র বাসযোগ্য করে যাব আমি, নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার। আজকের শিশু আগামী দিনে মহীচূর, সুষ্বাস্তা ও সুষ্ঠু সমাজ গড়তে, পরিস্কার ও পরিচ্ছন্নতা, স্বচ্ছতা, বৃক্ষরোপণ, জল সংরক্ষণ, প্লাস্টিক বর্জন এবং তামাক মুক্ত সমাজ গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে আজ ১লা আগস্ট রবিবার থেকে শুরু হলো সাগরের চৌরঙ্গী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমগ্র শিক্ষা অভিযানের ও বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের যৌথিত কর্মসূচি অনুযায়ী স্বচ্ছতা পাখওয়াদা বিদ্যালয় সপ্তাহ পালন অনুষ্ঠান।

সমবেত ভাবে স্বাস্থ্য বিধান গান,শিশু সংসদের স্তা,খাবারের আগে ও পরেহাত ধোয়ার পাঁচটি ধাপশেখানো সেইসঙ্গে কখন কখন হাত ধোওয়া প্রয়োজন তা বলা হয়। জনসচেতনতা র লক্ষ্যে পখ্যাভ্রা, উন্মুক্ত স্থানে শৌচকার্য তথা প্রস্রাব, পায়খানা না করা, জল সংরক্ষণ এবং অপচয় রোধ ও এর উপকারিতা সহ নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা নিয়ে আলোচনা হয়। সেই সঙ্গে আচার্যী দিনগুলিতে ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত নির্ধারিত কর্মসূচি কিকি রয়েছে সেই সকল বিষয়ে সকলকে অবগত করা হয়। স্বচ্ছতা শপথ দিবস, স্বচ্ছতা সচেতনতা দিবস, কমিউনিটি আউট রি চে ডে, গ্রীণস্কুল ডুইভ ডে, স্বচ্ছতা অংশগ্রহণ দিবস, হাত ধোওয়া দিবস,

ব্যক্তিগত সাস্থা বিধি দিবস, স্বচ্ছতা স্কুলে র প্রদর্শনী দিবস, স্বচ্ছতা কর্মপরিকল্পনা দিবস ও সর্বশেষ পুরস্কার বিতরণী দিবস। স্বচ্ছ ভারত সবুজ অভিযান, দিকে দিকে তার আবহানা। ভারত আবার দিচ্ছে ডাক, ময়লা –আবর্জনা দূরে থাকা পরিচ্ছন্ন তাই পরিব্রতা,পরিচ্ছন্ন তাই পরিচয়। স্বচ্ছতা তাই পরিচয়, যত্র তত্র ময়লা,আবর্জনা নয়।এই স্লোগান গুলি কে সামনে রেখে আজ পালিত হলো স্বচ্ছতা দিবস সাগর চৌরঙ্গী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আয়োজনে। এবারে০২৪এ স্বচ্ছতা পাখওয়াদা মূল থিম হলো, স্বচ্ছ ভারত সবুজ অভিযান। দিকে দিকে তার আস্থান, ভারত আবার দিচ্ছে ডাক, ময়লা, আবর্জনা দূরে যাক।

Name Change
I,SANSKRUTI PUGALIA, DAUGHTER OF DINESH PUGALIA, RESIDING AT REGENT COURT, 5TH FLOOR,FLAT-5A,PHASE -1,BLOCK-2,VIP ROAD, RAGHUNATHPUR, BAGUIATI, PO-DESHBANDHU NAGAR, NORTH 24 PARAGANAS - 700059,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HEMANTA CHOUDHURY. AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALLI-PORE COURT KOLKATA ON 31/08/2024.THAT SANSKRUTI PUGALIA AND SANSKRITI PUGALIA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I,PRITAM KUMAR KUNDU, SON OF DILIP KUNDU, RESIDING AT 95,SRI ARABINDA SARANI, SHYAMPUR, KOLKATA-700005 WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRITAM KUNDU,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/08/2024.THAT PRITAM KUMAR KUNDU AND PRITAM KUNDU BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

মালদায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু নাবালক মাঝির, বন্যা কবলিত এলাকায় শোকের ছায়া

মানিকচক, ১ সেপ্টেম্বর : মালদার মানিকচকরে বন্যা কবলিত ভূতনী এলাকায় ঘটে গেল এক মর্মান্তিক ঘটনা। শনিবার সন্ধ্যায় যাত্রী নিয়ে নৌকা পারাপারের সময় হাই ভোল্টেজ বিদ্যুৎ তারের সংস্পর্শে এসে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল কিশোর নাবালক মাঝি ছোটু চৌধুরী। বাড়ি ভূতনীর দক্ষিণ চতুীপুর এলাকায়। দিনভর বন্যা কবলিত এলাকায় টাকার বিনিময়ে যাত্রী পারাপার করছিল ছোটু। শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ শেষবারের মতো মথুরাপুর ভূতনী ব্রিজের কাছ থেকে যাত্রী নিয়ে উত্তর চতুীপুরের খোশবোরটোলায় পৌঁছাব. ছোটু। যাত্রা শেষে বাড়ি ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছিল সে, কিন্তু ঠিক সেই সময় কয়েকজন যাত্রী তাকে জোর করে ভূতনী ব্রিজের কাছে যেতে বাধ্য করে। ব্রিজের দিকে যাওয়ার পথে মথুরাপুর শংকরটোলার কাছে তার নৌকার বোঁটার বাঁশ কোনওভাবে বিদ্যুতের এগারো হাজার ভোল্টবাহী তারে লেগে যায়, ফলে ঘটনাস্থলেই তার মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। রবিবার সকালে খবর পেয়ে এন.ডি.আর.এফ-এর টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে তল্লাশি চালিয়ে কিশোর মাঝির নিখের দেহ উদ্ধার করে। এই ঘটনায় ভূতনী এলাকায় শোকের ছায়া



নেমে এসেছে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রবিবার সকাল থেকে পুলিশ প্রশাসনের তরফে ভূতনী ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় সচেতনতামূলক মাইকিং করা হয়। সিভিক ভলান্টিয়াররা নৌকার মাঝিদের বিদ্যুতের তারের নিচ দিয়ে সাবধানে নৌকা চালানোর নির্দেশ দেন, যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের মর্মান্তিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

সেপ্টেম্বরের শুরুতেই বাড়ল বাণিজ্যিক সিলিভারের দাম



কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর : বাণিজ্যিক সিলিভারের দাম বাড়া আবার। প্রতি মাসের ১ তারিখ রান্নার গ্যাসের নতুন দাম প্রকাশ হয়। পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে বর্ধিত দামে মিলবে বাণিজ্যিক সিলিভার। উল্লেখ্য, আগস্টে বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিভার পিছু দাম বেড়েছিল ৮.৫০ টাকা।

সেবার কলকাতায় সিলিভার পিছু দাম বোঁে হয়েছিল ১,৭৬৪.৫০ টাকা।

আর এবার সেই দাম আরও ৩৮ টাকা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,৮০২.৫০ টাকা।

এই নিয়ে দু'দফা মিলিয়ে বাণিজ্যিক সিলিভারের দাম বাড়ল প্রায় ৪৭ টাকা। প্রসঙ্গত, বাড়িতে রান্নার কাজে যে ১৪.২ কেজির এলপিগিজ সিলিভার ব্যবহার করা হয়, তার দামে কোনও পরিবর্তন ঘটছে না। গৃহস্থের রান্নার গ্যাসের দাম ৮-২৯ টাকাই থাকছে বলে জানা গেছে।

আলিপুরদুয়ার-কোচবিহার রুটে বন্ধ ১২টি বাস, যাত্রীদের হয়রানি

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১ সেপ্টম্বর : আলিপুরদুয়ার-কোচবিহার রুটে প্রতিদিন পরিবেশা দেওয়া ১২টি এনবিএসটিসির ৩৬ আসনের বাস রবিবার থেকে আর রাস্তায় নামতে দেখা যাবে না। দুই জেলা শহরের মধ্যে সাঁক যোগাযোগের ক্ষেত্রে যাত্রী দুর্ভোগ হতে পারে। বাস বন্ধের বিষয়ে একটি সরকারি নির্দেশিকা পেয়েছে আলিপুরদুয়ার ডিপো। ১৫ বছর ধরে চলা বাসগুলি আর রাস্তায় পরিষেবার কাজে নামানো যাবে না, এই নির্দেশিছ পেয়েছে এনবিএসটিসির আলিপুরদুয়ার ডিপো। সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়ের কথায়, ‘ বছর উত্তীর্ণ বাস চলাচল বন্ধ করে দেওয়ায় যাত্রী পরিষেবার কিছুটা সমস্যা হতে পারে। সংস্থার যে ১০ শতাংশ বাস সবসময় রিজার্ভে রাখা হয়, সেই বাসগুলি আপাতত রাস্তায় যাত্রী পরিষেবার কাজে নামানো হবে। সিএনজির নতুন ৩০টি বাস পাওয়া যাবে। ইতিমধ্যে চারটি সিএনজি বাস পেয়েছি। বাকিগুলোও দ্রুত পাবা।’ আলিপুরদুয়ার-কোচবিহার রুটে প্রতিদিন ১০ মিনিট অন্তর অন্তর একটি বাস আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার ডিপো থেকে দুই জেলা শহরের উদ্দেশে রওনা হয়। ঘনঘন বাস চললেও যাত্রীর চাপ এতটাই থাকে যে, ওই রুটে কখনোই ফাঁকা বাস চালাতে হয় না। সরকারি নির্দেশিকা মেনে আজ থেকে একসঙ্গে কোচবিহার ডিপোর সাতটি ও আলিপুরদুয়ার ডিপোর পাঁচটি বাস নামানো হবে না। ফলে সোমবার অধিস টাইমে যাত্রীদের ভোগান্তি হতে পারে। আলিপুরদুয়ার ডিপোতে ৪৬টি বাস বিভিন্ন রুটে চালানো হতা এরমধ্যে রবিবার থেকে ৪১টি বাস চালানো সম্ভব হবে। একদিকে বাসের সংখ্যা কমে যাওয়া ও নতুন করে বাস ডিপোতে না আসায় যাত্রীর চাপ কীভাবে সামাল দেনেন, সেটা চিন্তার কারণ হয়ে গিয়েছে ডিপোর কর্মীদের। কোচবিহারের একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ করেন আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা প্রদীপ সরকার। তিনি বলেন, ‘ সরকারি বাসে কোচবিহারে যাতায়াত করি। কিন্তু একসঙ্গে এতগুলো বাস বসে গেলে, ও বিকল্প বাস না এলে সময়ে গন্তব্যে যাতায়াত করা কঠিন হয়ে উঠবে। পূজোয় এক-দো মাস আগে থেকে এরমিটেই বাসে যাত্রীর ভিা বোঁে যায়। সমস্যা দেখা দেবে।’



এক চা-র মেলার অনুষ্ঠানে লিফ এন্ড লাইফ এর ওয়েবসাইট লিথিং এ সংস্থার দুই কর্ণধার ও টিভি তারকা অম্বরিশ। ছবি নিজস্ব।

পর্যটন ব্যবসায় মানোন্নয়নে পথে সিকিমও, স্বীকৃতিহীন পর্যটন ব্যবসায় কড়াকড়ি

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ১ সেপ্টেম্বর : সরকারি নিয়ম মেনে কেউ জিএসটির টাকা গুনছেন, কেউ কেউ আবার শুধুমাত্র পলিবুক ব্যবস্থার করে ব্যবসায় মুনাফা তুলছেন। বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই প্রশ্ন রয়েছে পর্যটন মহলে। এমন পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে তৎপর হল প্রেমসিং তামাংয়ের প্রশাসনা। সরকারি স্বীকৃতি ছাড়া পর্যটন ব্যবসা করা যে যাবে না, তা স্পষ্ট করে দিল সিকিম সরকার। তবে শেষ সুযোগ হিসেবে নাম নথিভুক্তির জন্য ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় যে জরিমানার পাশাপাশি অস্থানাগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে, তাও সরকারি নির্দেশিকায় স্পষ্ট

করে দেওয়া হয়েছে। অবশেষে পর্যটন ব্যবসায় কড়া পদক্ষেপ সিকিমের। সরকারি স্বীকৃতি ছাা এখন থেকে আর কেউ পাহাড়ি রাজ্যেতে পর্যটন ব্যবসা করবে না। পর্যটনের নামা ফ্রেমে বিস্তর অভিযোগ ওঠে সিকিমে। বেসাইনিভাবে চড়া ভাড়া নেওয়ার অভিযোগ পৌঁছায় পর্যটনমন্ত্রকেও, যা নিয়ে মন্ত্রকের তরফে সিকিমকে সতর্ক ও করা হয়। কিন্তু গাড়িচালকদের সংগঠনগুলিকে সতর্ক করার বাইরে তেমন কোনও পদক্ষেপ করতে পারেনি সরকার। কারণ

সিংহভাগ চালক এবং পরিবহণ ব্যবসায়ীর পর্যটন স্বীকৃতি সংক্রান্ত নথি না থাকায় বা তথ্যের নাম পর্যটন ব্যবসায়ী হিসেবে নিষিদ্ধ না থাকায় অনেকের মতেই অভিযোগ। এই প্রসঙ্গে কয়েকদিন আগেই তারাপিঠ মণ্ডির কমিটির সক্রিয় হয়ে উঠেছে এই অসাড় চক্রটি, এমনই অভিযোগ। তারাপিঠ মণ্ডির কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মণ্ডিদের পক্ষ থেকে কোনও অনলাইন পুজো দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। মণ্ডির কমিটির সভাপতি তারামঘ. মুখোপাধ্যায় জানান, আমাদের মণ্ডিদের কোনও অনুমোদিত অনলাইন ওয়েবসাইট নেই। তাই অনলাইন পুজোর নামে প্রতারণার ফাঁদে না পড়ে সতর্ক থাকতে হবে। তিনি আরও জানান, যাঁরা পুজো দিতে চান, তাঁরা

১২ হাজার টাকায় সন্তান বিক্রির অভিযোগ বাবা-মায়ের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১ সেপ্টেম্বর : নিজের কোলের সন্তানকে মাত্র ১২ হাজার টাকায় বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ। সেই অভিযোগ উঠল বাবা-মায়ের বিরুদ্ধে। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, কোচবিহার পুরসভার ভবঘুরেদের জন্য আশ্রয়স্থল ‘ শেখপরশু কোচবিহার পুরসভা কর্তৃপক্ষ, চাইন্ডলাইন ও পুলিশ উদ্যোগী হয়ে শিশুটিকে কোচবিহার শহর সংলগ্ন এলাকা থেকে উদ্ধার করে। বর্তমানে তাকে কোচবিহার শহিদ বন্দনা হোমে রাখা হয়েছে। কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, ‘ বাবা-মা দীর্ঘদিন ধরে পুরসভার ‘ আবাসনে ছিলেন। সেখানেই বাচ্চাটির জন্ম হয়। সম্প্রতি একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে ও পুরসভার সহযোগিতায় আবাসনেই তার আনুষ্ঠানিকভাবে অন্নপ্রাশন হয়। তার কয়েকদিন বাদেই বাবা-মা শহরের এক নিঃ সন্তান দম্পতির কাছে ১২ হাজার টাকায় শিশুটিকে চূপ করে বিক্রি করে দেন। বিষয়টি জ্ঞানার পর পুলিশের সহযোগিতায় তাকে আমরা উদ্ধার করি। যদিও শিশুটিকে কার কাছে বিক্রি করা হয়েছিল সে বিষয়ে চেয়ারম্যান কিছু বলতে চাননি। শহরের গৃহহীন গরিব মানুষ ও ভবঘুরেদের নিখরচায় থাকা-খাওয়ার জন্য পুরসভার তরফে আবাসনটি করা হয়েছে। সেখানেই প্রায় ১৬-১৪ মাস ধরে রতন বণিক ও ঝুস্পা



বণিক নামে এক দম্পতি ছিলেন। বর্তমানে আবাসনে ১৬ জন আবাসিক রয়েছেন। আবাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ছয়-সাত মাস আগে সেখানেই কন্যাসন্তানের জন্ম দেন ঝু স্পা। চলতি মাসে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও কোচবিহার পুরসভার উদ্যোগে আবাসনে ঘটা করে শিশুটির অন্নপ্রাশনও হয়। অন্নপ্রাশনের বিভিন্ন ছবি এখনও আবাসনের দেওয়ালে লাগানো রয়েছে। বাবা-মা কেন নিজেদের সন্তানকে বিক্রি করলেন, সেটা কি অভাবের তাড়নায়, নাকি কন্যাসন্তান বলে? এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে? আবাসনের কয়েকজন কর্মী শুক্রবার বলেন, বাচ্চাটি গর্ভাবস্থায় থাকাকালীনই আমরা আবাসনের অন্য

আবাসিকদের মারফত জানতে পারি বাচ্চাটিকে বিক্রি করে দেওয়ার পরিকল্পনার কথা। এমনকি শিশুটি জন্মানোর পর বাবা-মা তাকে স্নান করানো-খাওয়ানো পর্যন্ত ঠিকমতো করাতেন না। এই নিয়ে আমাদের সঙ্গে তাঁদের মারোমধ্যে বাগবিতণ্ডাও হয়েছে। অন্নপ্রাশনের কয়েকদিন বাদে বাচ্চাটিকে নিয়ে ওই দম্পতি কয়েকদিনের জন্য ঘুরতে যান। চার-পাঁচদিন বাদে ঘুরে আসার পর আমরা দেখি তাঁদের সঙ্গে বাচ্চা নেই। জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁরা প্রথমে জানান, ওই মহিলার মায়ের কাছে রেখে এসেছেন। আমরা এরপর তাঁর মায়ের বাড়ি যেতে চাইলে তাঁরা বলেন, সন্তান দিনহাটায় রয়েছে। দিনহাটায় যাওয়ার কথা বললে তাঁরা আবার

অন্য কথা বলেন। আমাদের সন্দেহ হওয়ায় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাই। পুলিশ সকালে এসে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে শহরের ব্যাংচাতরা রোড সংলগ্ন এলাকার কথা বলেন। এরপর কর্তৃপক্ষ ও পুলিশের নির্দেশে আবাসনের ম্যানেজার ও একজন কর্মী এবং বাচ্চাটির বাবা গিয়ে শিশুটিকে নিয়ে আসেন। কোথা থেকে বাচ্চাটিকে নিয়ে আসা হয়েছে আবাসনের ম্যানেজার তা জানেন না বলে জানিয়েছেন। শেষপর্যন্ত নতুনপল্লি এলাকায় ঝুস্পার বাপের বাড়িতে গেলে সেখানে তাঁর দিদি টুস্পা বলেন, ‘ ১৬-১৪ দিন আমরা বাবা ও বোনজামাই এখানেই ছিল। বাচ্চার বিক্রির বিষয়ে তারা কিছু বলেনি।

বিজেপির কৌন্দলের প্রভাব মতুয়া মহাসংঘে, শীর্ষপদ খোয়ালেন বনগাঁ উত্তরের বিধায়ক



দুরন্ত বার্তা, বনগাঁ, ১ সেপ্টেম্বর : অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি পদ থেকে সরান হল বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তিনিয়াকে। বনগাঁ উত্তর কেন্দ্রের বিধায়কের পাশাপাশি এই দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন তিনি। বছর চারেক তিনি এই পদে ছিলেন। তাঁর জারগায় আনা হল হিমাংক বিশ্বাস নামে এক মতুয়া ভক্তকে। এই

সিদ্ধান্তের পর থেকেই জেলায় শুরুরাজনৈতিক তরঙ্গ। আবারও বিজেপির গোষ্ঠী কৌন্দল সামনে এসে গিয়েছে বলে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল। তাদের দাবি, অশোক কীর্তিনিয়ার সঙ্গে শান্তনু ঠাকুরের সম্পর্কের অবনতি হওয়ায় তাকে সরতে হয়েছে। তবে বিজেপি সাংসদের বক্তব্য, কোনও কোন্দল নয় বেশ কয়েকবছর ধরে অশোক

কৌশিকী অমাবস্যা, তারাপীঠে অনলাইন পুজোর প্রতারণা চক্র, সতর্কতার আহ্বান মন্দির কমিটির

তারাপিঠ, ১ সেপ্টেম্বর : কৌশিকী অমাবস্যার তিথি আসতেই তারাপিঠে ফের সক্রিয় হয়ে উঠেছে অনলাইনে পুজো দেওয়ার নামে প্রতারণা চক্র। ধর্মবিশ্বাসী মানুষজন পুজো দেওয়ার জন্য হাজার হাজার টাকা অনলাইনে পাঠিয়ে প্রতারণিত হচ্ছেন বলে অভিযোগ। এই প্রসঙ্গে কয়েকদিন আগেই তারাপিঠ মণ্ডির কমিটির তরফ থেকে সিউডি সাইবার ক্রাইম শাখায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। অভিযোগের পর কিছুদিন প্রতারণার ঘটনা কম থাকলেও কৌশিকী অমাবস্যায় আগে আবারও সক্রিয় হয়ে উঠেছে এই অসাড় চক্রটি, এমনই অভিযোগ। তারাপিঠ মণ্ডির কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মণ্ডিদের পক্ষ থেকে কোনও অনলাইন পুজো দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। মণ্ডির কমিটির সভাপতি তারামঘ. মুখোপাধ্যায় জানান, আমাদের মণ্ডিদের কোনও অনুমোদিত অনলাইন ওয়েবসাইট নেই। তাই অনলাইন পুজোর নামে প্রতারণার ফাঁদে না পড়ে সতর্ক থাকতে হবে। তিনি আরও জানান, যাঁরা পুজো দিতে চান, তাঁরা



নিজেদের পরিচিত পুরোহিতের সঙ্গে যোগাযোগ করে পুজোর ব্যবস্থা করতে পারেন। কোনও অজানা অনলাইন লিঙ্কে বিশ্বাস করবেন না। প্রসঙ্গত, করোনা মহামারির সময় থেকেই এই প্রতারণা চক্র সক্রিয় হয়ে ওঠে। করোনাকালে মানুষ অনলাইন দানের মুগ্ধ হয়ে পড়ায়, সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে প্রতারকরা দেব-দেবীর পুজোর নামেও অনলাইনে প্রতারণা শুরু করে। তাদের ফাঁদে পড়ে বহু ধর্মপ্রাণ মানুষ আর্থিক ক্ষতির

সম্মুখীন হয়েছেন। উল্লেখ্য, কৌশিকী অমাবস্যা তারাপিঠ মণ্ডি দলের অন্যতম বড় উসব, যেখানে লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাগম হয়। এবছরও সেই একই দৃশ্য দেখা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। তারাপিঠ চক্ররকে ইতিমধ্যেই কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুগ্ধকোঁ হতে হবে। তবে মণ্ডি দর কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসন ধর্মপ্রাণ মানুষদের সতর্ক থাকার আবেদন জানিয়েছে, যাতে তাঁরা প্রতারণার শিকার না হন।

দৌষী ব্যক্তিদের শাস্তির দাবিতে এনজেপি থানায় বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১ সেপ্টেম্বর : আর জি কর সমর্থনে পথে নেমেছিলেন ডাবগ্রাম ফুলবাড়ীর বিধায়িকা দিন কেটে গেল এখনো দৌষীরা অথরা। তবে উপযুক্ত শাস্তি যেন প্রকৃত দৌষীরা পায়, এই দাবিতে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে চিকিসক সহ রাজ্যের সাধারণ হন শিখা চ্যাটার্জী, আক্রান্ত হন উপস্থিত অলপাইগুড়ি মানুষ। প্রতিদিন প্রতিনিয়ত আন্দোলন গড়ে তোলা হচ্ছে এমপি ডাক্তার জয়ন্ত রায়। তার গাড়ির উপরও হামলা রাজনৈতিক অরাজনৈতিক ভাবে। গত ২৭ শে আগস্ট চালায় তৃণমূল কর্মীরা। এমন ঘটনার পরও দৌষীরা অথরা। আরজিকার কান্ডের প্রতিবাদে নবাব অভিযানের সামিল হয় ছাত্র সমাজে। সেই অভিযান ঘিরে ধুম্‌ধামার কাণ্ড গ্রহণ করে বিজেপির ৬ নম্বর মণ্ডল কমিটি। বিধায়িকা বাধে পুলিশ ও আন্দোলনকারীদের মধ্যে। ছাত্রদের শিখা চ্যাটার্জীর উপস্থিতিতে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ওপর পুলিশী হামলার প্রতিবাদে ২৮শে আগস্ট ১২ অনাদিকে পুলিশের পক্ষ থেকে বিশাল পুলিশ ব্যারিগেট ঘণ্টার বন্ধের ডাক দেয় বিজেপি। বনধকে সার্থক করতে

পথে নামে বিজেপি কর্মীরা।শিলিগুড়িতেও এদিন বন্ধের সমর্থনে পথে নেমেছিলেন ডাবগ্রাম ফুলবাড়ীর বিধায়িকা শিখা চ্যাটার্জী। এনজেপি এলাকায় বনধ প্রচারে গেলে সেখানেই পুলিশের সামনে তৃণমূল কর্মীদের দ্বারা আক্রান্ত হন শিখা চ্যাটার্জী, আক্রান্ত হন উপস্থিত অলপাইগুড়ি মানুষ। প্রতিদিন প্রতিনিয়ত আন্দোলন গড়ে তোলা হচ্ছে এমপি ডাক্তার জয়ন্ত রায়। তার গাড়ির উপরও হামলা রাজনৈতিক অরাজনৈতিক ভাবে। গত ২৭ শে আগস্ট চালায় তৃণমূল কর্মীরা। এমন ঘটনার পরও দৌষীরা অথরা। আরজিকার কান্ডের প্রতিবাদে নবাব অভিযানের সামিল হয় ছাত্র সমাজে। সেই অভিযান ঘিরে ধুম্‌ধামার কাণ্ড গ্রহণ করে বিজেপির ৬ নম্বর মণ্ডল কমিটি। বিধায়িকা বাধে পুলিশ ও আন্দোলনকারীদের মধ্যে। ছাত্রদের শিখা চ্যাটার্জীর উপস্থিতিতে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ওপর পুলিশী হামলার প্রতিবাদে ২৮শে আগস্ট ১২ অনাদিকে পুলিশের পক্ষ থেকে বিশাল পুলিশ ব্যারিগেট ঘণ্টার বন্ধের ডাক দেয় বিজেপি। বনধকে সার্থক করতে

গভীর রাতে আগুনে পুড়ে গেল একটি বড় মাপের কীটনাশকের দোকান



দুরন্ত বার্তা, রাজগঞ্জ, ১ সেপ্টেম্বর : গভীর রাতে আগুনে পুড়ে গেল একটি বড় মাপের কীটনাশকের দোকান। শনিবার গভীর রাতে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে রাজগঞ্জের ভুটকি হাটে। প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার কেমিক্যাল ও মেডিসিন পুড়ে গিয়েছে। দোকান মালিক অসীম মজুমদার বলেন, তিনি শনিবার রাত দশটা নাগাদ দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যান। দোকান থেকে কিছুটা দূরেই তার বাড়ি। রাত সাড়ে তিনটা নাগাদ বাজারঘে এক দোকানদার হারাবন সাহার নজরে পড়ে ওই কীটনাশকের দোকানের ভিতরে আগুন লেগেছে। তিনি ছুটে গিয়ে ওই দোকানের মালিককে আগুন লাগার খবরটি জানান। দোকান মালিক অসীম মজুমদার দ্রুত সেখানে পৌঁছে শিটার খুলে দেখেন ভিতরের সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। স্থানীয়দের সহযোগিতায় আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়। দোকান মালিক বলেন, দোকানে বিদ্যুৎ থাকলেও শুধু লাইট এবং একটি ফ্যান চালানো হয়। তিনি সব ঠিকঠাক বন্ধ করেই বাড়িতে গিয়েছিলেন। কিন্তু কি করে আগুন লাগল তা বুঝে উঠতে পারছেন না। প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার কেমিক্যাল ও মেডিসিন পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। খবর পেয়ে রাজগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দন্ত শুরু করেছে।

বিএসএফ-এর মিজোরাম-কাছাড় ফ্রন্টিয়ারের আইজির অবসর

করিমগঞ্জ, ১ সেপ্টেম্বর : সুদীর্ঘ ৩৭ বছরের বেশি, বর্ষিল পেশাগত জীবন সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করে দেশরক্ষার দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে নিজের কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়েছেন বিএসএফ-এর মিজোরাম-কাছাড় ফ্রন্টি য়ারের ইলপেক্টর জেনারেল অখিলেশ্বর সিং। তাঁর অবসর উপলক্ষ্যে শনিবার রাতে কাছাড় জেলার অন্তর্গত মাসিমপুরে অবস্থিত সেক্টর হেডকোয়ার্টারে বড়খানা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। বিদায়ী কর্মকর্তার সুন্দর জীবন ও সুস্থতা কামনা করে বক্তব্য পেশ করেছেন ফ্রন্টিয়ার সহ ব্যাটালিয়নের অন্যান্য আধিকারিকরা। পেশাগত ও ব্যক্তি জীবনের নানা দিক তুলে ধরে বক্তব্য পেশ করেন অনেকে। একজন সফল কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর কর্মজীবনে পেশাগত দক্ষতার ছাপ রাখতে সক্ষম হয়েছেন বলে মতামত তুলেন ধরেন বক্তারা। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিদায়ী আইজি অখিলেশ্বর সিং সর্বসত্ত্বের পদাধিকারী এবং সহকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি সাধারণ জনগণ, বিশেষ করে সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষের বন্ধু হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করার জন্য বিএসএফ কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সীমান্তে বিএসএফ-এর কাজ চ্যালেঞ্জিং। প্রতিদিনই কোনও না-কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়। দেশরক্ষার গুরুদায়িত্ব জওয়ানদের কাঁধে। তাই নিজেদের দায়িত্ব পালনে কোনও ধরনের কম্প্রমাইজের অবকাশ নেই। প্রসঙ্গত, গত বছর মার্চ মাসে পদোন্নতি পেয়ে ফ্রন্টিয়ারের আইজি হিসাবে যোগদানকারী অখিলেশ্বর সিং প্রাথমিকভাবে ১৯৮৭ সালের অক্টোবরে সহকারী কমান্ড্যান্ট হিসাবে বিএসএফ-এ যোগদান করেন। কর্মজীবনে তিনি কোম্পানি সহ ব্যাটালিয়নকে অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ব্যাটালিয়নের স্টাফ অফিসার (অ্যাজুট্যান্টকিউএমটিআরজি অফিসারডিউতি) হিসেবে শৃঙ্খলার উচ্চমান বজায় রাখতে, অপারেশনের দক্ষ সমন্বয়, অভিযোগের সমাধান এবং জওয়ানদের অনুপ্রেরণা হিসেবে ব্যাটালিয়নের কাজে সহায়তা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রদর্শন করে গেছেন তিনি। বিশাল পেশাদারী দক্ষতা এবং ক্রমাগত কঠোর পরিশ্রমের দরুন তিনি সফলভাবে সামল পিএসএফ শর্তাবলী পূরণ করে নিয়মিত পদোন্নতি অর্জন করেছেন। অখিলেশ্বর সিং ছিলেন পেশাগতভাবে পরিপক্ব এবং সামাজিক। ১৯৯৪ সালে পিএমজি এবং ২০১৪ সালে পিএমএমএস অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন তিনি। আইজি হিসেবে মিজোরাম-কাছাড় ফ্রন্টিয়ার থেকে অবসর নেওয়ার আগে একই ফ্রন্টিয়ারে ২০১৫ থেকে ২০১৮ সালে ডিআইজি (অপারেশনস)-এর দায়িত্ব পালন করেছেন অখিলেশ্বর।

কাশী বিশ্বনাথ মন্দির দর্শন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের

বারাণসী, ১ সেপ্টেম্বর : রবিবার দুপুরে কাশী বিশ্বনাথ মন্দির দর্শন করলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। কোদিনের সফরে এসে তিনি মন্দির দর্শন ও বিগ্রহের পূজার পর অভিসেক করেন। তিনি দেশ ও রাজ্যবাসীর সুখ-শান্তি প্রার্থনা করেন। এসময়, মুখ্যমন্ত্রীকে দেখে মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত ভক্তরা ‘হর হর মহাদেব’ স্লোগান দিতে থাকেন। মুখ্যমন্ত্রীও তাঁদের হাত জোড় করে শুভেচ্ছা জানান। মন্দিরে দর্শন ও পূজার পর মুখমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ কাশীর কোতোয়াল বাবা কালভরবের মন্দিরও দর্শন করেন ও সেখানেও পূজা করেন। তারপর একটি কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য যান।

মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির দেহ উদ্ধার

হরিদ্বার, ১ সেপ্টেম্বর : রবিবার উত্তরাখণ্ডের রুরকিতে জেল থেকে ছাড়া পাওয়া এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।জানা গেছে, নিহত হরিশ ওরফে মনি রুরকি গঙ্গানাহার কোতোয়ালি এলাকার আশ্বর তালাব এলাকায় থাকতেন। গত শনিবার সকলেই হরিশ জেল থেকে ছাড়া পান। শনিবার সন্ধ্যায় পুরাতন তহসিল এলাকার মাহালি মহল্লা চাকের কাছে তার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। দেহ উদ্ধারের পর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বিগ ব্যাশে টিম পেলেন না ভারত অধিনায়ক হরমনপ্রীত!

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বরঃ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের অন্যতম তারকা। বিগ হিট। ভারতীয় দলের অধিনায়ক। কিন্তু এ বারের বিগ ব্যাশ লিগের ড্রাফ্টে অধিক্রীতই থেকে গেলেন হরমনপ্রীত কৌর। যা চমকে দেওয়ার মতোই। বিশ্ব ক্রিকেটে তাঁর মতো কার্যকরী ক্রিকেটার খুব কমই আছে। অথচ হ্যারি টিমই পেলেন না! মেয়েদের বিগ ব্যাশ লিগে ড্রাফ্টের আগেই ভারতীয় দলের ভাইস ক্যাপ্টেন স্মৃতি মাঙ্কানাকে সই করিয়েছিল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স। সব মিলিয়ে ছয় ভারতীয় ক্রিকেটারকে বিগ ব্যাশে দেখা যাবে। সামনেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আরব আমির শাহিতে বসছে বিশ্বকাপের আসর। এরপর বিগ ব্যাশ। ড্রাফ্টে নজর ছিল ভারতের ১৯ ক্রিকেটারের উপর। বিদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে অনেকেই রেজিস্টার করিয়েছিলেন এই টুর্নামেন্টের জন্য। হরমনপ্রীত কৌর অতীতে বিগ ব্যাশে খেলেছেন। এ বার হল না।

সূর্য-শ্রেয়সের ফোকাস টেস্ট বুচি বাবুতে ব্যর্থ দলীপেই ‘শেষ’ সুযোগ’?

দুর্ঘত্ত বার্তা প্রতিবেদন

লাল বলের ক্রিকেটে মানিয়ে নেওয়া সব সময় সহজ নয়। সকল ক্রিকেটার লাল বলে খেলার স্বপ্ন দেখেন। তার জন্য অনেক পরিশ্রমও করেন। ক্যালেন্ডার বলাছে আজ ১ সেপ্টেম্বর। ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে দেশের মাটিতে শুরু হবে ভারত-বাংলাদেশ টেস্ট সিরিজ। এই সিরিজই এখন একাধিক ভারতীয় ক্রিকেটারের পাখির চোখ। সম্প্রতি বুচি বাবু টুর্নামেন্টে মুম্বইয়ের হয়ে খেলেছেন সূর্যকুমার যাদব ও শ্রেয়স আইয়ার। তাঁরা দু'জনই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের টেস্ট টিমে নিজেদের জয়গা পাকা করতে চান। বুচি বাবুতে সেই অর্থে দুই ভারতীয় তারকা দাগ কাটতে পারেননি। অবশ্য তাঁদের সামনে আরও সুযোগ রয়েছে। কারণ সামনেই দলীপ ট্রফি। এই দলীপেই কি শেষ সুযোগ পাবেন সূর্যকুমার



হবে ভারতের টেস্ট স্কোয়াড? তা নিয়ে আলোচনা চলছে। দলীপ ট্রফির প্রথম রাউন্ড শুরু হবে ৫ সেপ্টেম্বর থেকে। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, জসপ্রিত বুদরারা এ

জন্য দলীপে নজর থাকবে নির্বাচকদের। আসলে দলীপ ট্রফির প্রথম রাউন্ডে একাধিক আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারকে অ্যাকশনে দেখা যাবে। সেখানে তাদের পারফরম্যান্স দেখে

বাংলাদেশ টেস্ট সিরিজের জন্য বেছে নেওয়া হবে বলেই মনে করছে ক্রিকেট মহলা। বুচি বাবু টুর্নামেন্টে সূর্যকুমার যাদব, শ্রেয়স আইয়াররা আশানুরূপ পারফর্ম করতে পারেননি। তামিলনাড়ু একাদশের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে শ্রেয়স ৩ বলে ২ রান করেন। আর তিনি দ্বিতীয় ইনিংসে ৭৯ বলে ২২ রান করেন। অন্যদিকে সূর্যকুমার যাদব প্রথম ইনিংসে ৬৮ বলে ৬০ রান করেন। তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে ফিল্ডিংয়ের সময় তিনি হাতে চোট পান। যে কারণে আর দ্বিতীয় ইনিংসে স্ক্রাই ব্যাট করতে পারেননি। এ বার দেখার তিনি দলীপে খেলতে পারেন কিনা। অন্যান্য ক্রিকেটারদের মতো স্ক্রাই ও শ্রেয়সের দিকেও দলীপে বিশেষ নজর থাকবে। সেখানে ভালো পারফরম্যান্স তুলে ধরতে পারলে, টেস্ট টিমে দু'জনের জন্যই দরজা খুলে যেতে পারে।

অবশেষে থামল লেভারকুসেনের অপরাজেয় যাত্রা

মিউনিখ, ১ সেপ্টেম্বরঃ কতবার যে গত মরসুমে লেখা হয়েছে কথাগুলো-ম্যাচের অস্তিম মুহূর্তের গোলে বায়ার লেভারকুসেনের জয় অথবা যোগ করা সময়ের দলো জাবি আলোনসোর গোলের ড্র! গত মরসুমে লেভারকুসেনের জন্য এটা যেন ‘নিয়ম’-এ পরিণত হয়ে গিয়েছিল। সেই লেভারকুসেনই গতকাল হারল ম্যাচের শেষ দিকে

গোল খেয়ে! ৪৫ মিনিটের মধ্যে ২-০ গোলে পিছিয়ে পড়া লাইপজিগ একটা গোল শোধ করে প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ের সপ্তম মিনিটে। ৫৭ মিনিটে সমতায় ফেরে তারা। এরপর ৮০ মিনিটে গোল লেভারকুসেনের ম্যাচটিতে লেভারকুসেনকে ৩-২ ব্যবধানে হারিয়েছে তারা। দ্বিতীয়ার্ধের শেষ দিকে লাইপজিগের লুইস ওপেনদার ওই গোলে বুন্দেসলিগায় বিস্ময়প্রায়



হারের ততোহা স্বাদ পেল লেভারকুসেন। লিগে টানা ৩৫ ম্যাচ অপরাজিত থাকার পর এই হার

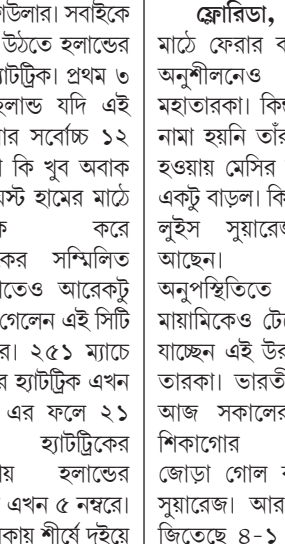
আলোনসোর দলের। গত মরসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে একটি ম্যাচই হেরেছিল লেভারকুসেন। সেটি ইউরোপা লিগের ফাইনালে, আতালান্তার কাছে। আর জার্মান বুন্দেসলিগায় তারা সর্বশেষ হেরেছিল ২০২২-২৩ মরসুমের শেষ দিন বোখুমের কাছে-৪৬২ দিন আগে। লেভারকুসেনকে হারিয়ে নিজেদের অপরাজেয় যাত্রাটা ১৬-তে নিয়ে গেছে লাইপজিগ

লাইপজিগের কাছে হেরে যাওয়ার পর লেভারকুসেনের কোচ আলোনসো বলেছেন, “এটা ভালো ইঙ্গিত নয়। এটা আমাদের শোষণাতে হবে এবং আরও ভালো খেলতে হবে।” আলোনসো এরপর যোগ করেন, “আমাদের সবকিছুতে উন্নতি করতে হবে। তবে অনেক ইতিবাচক দিকও খুঁজে পাচ্ছি। হারটা আমাদের প্রাপ্য ছিল বলে আমি মনে করি না।”

আর্লিং হলান্ড দেখাচ্ছেন, হ্যাটট্রিক করা কত সহজ

ম্যানচেস্টার, ১ সেপ্টেম্বরঃ স্ট্রাইকারদের জন্য গোল করা তুলনামূলক সহজ। কিন্তু হ্যাটট্রিক করা নিশ্চয়ই অত সহজ নয়! ২১ শতকে ক্যারিয়ারে ৬০টি হ্যাটট্রিক করেইই খ্রিস্টানো রোনাল্ডোকে খেলেতে হয়েছে ১,১৬১ ম্যাচ আর লিওনেল মেসিকে ৫৭ হ্যাটট্রিকের জন্য খেলতে হয়েছে ১,০৪০ ম্যাচ। এই পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে হ্যাটট্রিক করা কতটা কঠিন। তবে একজন খেলোয়াড়ের জন্য কাজটা কঠিন কিছু নয় বলেই মনে হয়! তিনি আর্লিং হলান্ড। গোল করাকে তো বটেই, হ্যাটট্রিক করাকেও যেন নৈমিত্তিক কাজ বানিয়ে ফেলেছেন হলান্ড। লন্ডন মরসুমে প্রিমিয়ার লিগের প্রথম তিন ম্যাচেই হলান্ড দুটি হ্যাটট্রিক করেছেন। প্রথম ম্যাচে এক গোল করা হলান্ড পরের দুই ম্যাচে গোল করলেন তিনটি করে। সর্বশেষ গতকাল রাতে ওয়েস্ট হামের বিপক্ষে ৩-১ গোলের জয়ে হ্যাটট্রিক করলেন হলান্ড। এর আগে প্রিমিয়ার লিগের প্রথম তিন ম্যাচে দুই হ্যাটট্রিকের ঘটনা ঘটেছিল ১৯৯৪-৯৫ মরসুমে। গোল করেছিলেন ব্র্যাডফোর্ডের পল জুয়েল। ওয়েস্ট হামের বিপক্ষে করা এই হ্যাটট্রিক প্রিমিয়ার লিগে হলান্ডের অষ্টম। প্রিমিয়ার লিগে হ্যাটট্রিক করায় হলান্ড উঠে এলেন যৌথভাবে চতুর্থ স্থানে। অর্থাৎ আরেকটি হ্যাটট্রিক হলান্ডকে নিয়ে আসবে যৌথভাবে তৃতীয় স্থানে। যেখানে

তাঁর অপেক্ষায় আছেন রবি ফাউলার। সবাইকে ছাড়িয়ে এই তালিকার শীর্ষে উঠতে হলান্ডের প্রয়োজন আর ‘মাত্র’ ৫টি হ্যাটট্রিক। প্রথম ৩ ম্যাচে ২ হ্যাটট্রিক করা হলান্ড যদি এই মরসুমেই সের্বিও আঙুরেরোর সের্বিও ১২ হ্যাটট্রিক ছাড়িয়ে যান, সেটা কি খুব অবাক করার মতো কিছু হবে! ওয়েস্ট হামের মাঠে হ্যাটট্রিক করে সিমিলিত তালিকাতেও আরেকটি এগিয়ে গেলেন এই সিটি স্ট্রাইকার। ২৫১ ম্যাচে হলান্ডের হ্যাটট্রিক এখন ২৬টি। এর ফলে ২১ শতকে হ্যাটট্রিকের তালিকায় হলান্ডের অবস্থান এখন ৫ নম্বরে। এ তালিকার শীর্ষে দুইয়ে থাকা রোনাল্ডো ও মেসির কথা তো আগেই বলা হয়েছে। এই দুজন ছাড়া হলান্ডের ওপরে আছেন রবার্ট লেভানডফস্কি (৬২) ও সুয়ারেজ (২৯)। তবে ম্যাচ বিবেচনায় নিলে ২৪ বছর বয়সী হলান্ডের অবস্থান রীতিমতো অবিশ্বাস্য। বর্তমান ছদ্ম ধরে রাখতে পারলে লেভা ও সুয়ারেজকে তো বটেই, হুমকিতে ফেলে দিতে পারেন রোনাল্ডো ও মেসিকেও। লিগে টানা দুই হ্যাটট্রিকের পর হলান্ড স্ক্রাই স্পোটসকে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বলেছেন, “আমি খুবই ভালো এবং সতেজ অনুভব করছি। লন্ডা একটা ছুটি কাটিয়েছি। প্রাক-মরসুমও ভালো ছিল। এখন আমি আরও বেশি কিছু করার জন্য প্রস্তুত।”



করেছেন এই স্ট্রাইকার। সুয়ারেজ ফেরার পর চার ম্যাচের প্রতিটি লিগ ম্যাচে জিতছে মায়ামি। ঘরের মাঠে শিকাগো অবশ্য আক্রমণ ও বল দখলে পান্না দিয়েছে মায়ামির সঙ্গে। সুযোগ তৈরিতেও ছিল কাছাকাছি অবস্থানে। তবে সুযোগ কাজে লাগানোয় বাজানোত করছে মায়ামি। যদিও ২৫ মিনিটে মায়ামির লুইস সুয়ারেজ তো আছে। বন্ধুর অনুপস্থিতিতে ইন্টার মায়ামিকেও টেনে নিয়ে যাচ্ছেন এই উরুগুয়ান তারকা। ভারতীয় সময় আজ সকালের ম্যাচে শিকাগোর বিপক্ষে জোড়া গোল করেছেন সুয়ারেজ। আর মায়ামি জিতেছে ৪-১ গোলের ব্যবধানে। গত ১ জুন থেকেই ইন্টার মায়ামির হয়ে মাঠে নামা হয়নি মেসি। মেসির অনুপস্থিতি দলের খেলায় কেমন প্রভাব ফেলে, সেটা নিয়েও ছিল দৃষ্টিভঙ্গি। তবে মেসিকে ছাড়া লিগস কাপ থেকে ছিটকে গেলেও, মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) ভালোই করেছে ইন্টার মায়ামি। আর্জেন্টাইন অধিনায়ককে ছাড়াই প্লে-অফের টিকিট নিশ্চিত করেছে তারা। আর মেসির অনুপস্থিতিতে এখন তাঁর অভাব মোটাছেন সুয়ারেজই। শেষ দুটি ম্যাচেই করেছেন জোড়া গোল। এর আগে সিনসিনাটির বিপক্ষেও জোড়া গোল করেছিল সুয়ারেজ। কোপা আমেরিকা থেকে ফিরে ৭ ম্যাচে ৬ গোল

টেস্ট রেকর্ড বইয়ের যে পাতায় নাম নেই রুটের

লর্ডস, ১ সেপ্টেম্বরঃ ২০১২ সালের ডিসেম্বর মাস। নাগপুর টেস্টে ইংল্যান্ডের প্রতিপক্ষ ভারত। ইংলিশদের হয়ে অভিষেক হয় ২১ বছর বয়সী জো রুটের। চোহারা এতটাই শিশুসুলভ ছিল যে গ্রায়েম সোয়ান তাঁকে তুলনা করেন দলের মাসকটের সঙ্গে। চোহারা শিশুসুলভ, ব্যাটিংটা নয়। অভিষেক ইনিংসে ৬ নম্বরে নেমে খেলেন ২২৯ বলে ৭৬ রানের ইনিংস। সেই থেকে শুরু। এক যুগ পর এখন সেই রুটকে বলা হচ্ছে ইংল্যান্ডের প্রটেস্ট ব্যাটসম্যান। নেনভেন কেউ বলেননি, গতকাল খোদ ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক মাইকেল ডন বলেছেন। এত বড় কথা তিনি প্রতিভা দেখে বলেননি, রেকর্ড দেখেই বলেছেন। এখন ইংল্যান্ডের হয়ে টেস্টে ব্যাটিংয়ের রেকর্ড বই ঘটিতে গেলে সেই বইয়ে রুটের নামটাই সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। গতকাল লর্ডসে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সেঞ্চুরি দিয়ে তো রেকর্ড বইয়ে জায়গাটা আরও শক্ত করলেন রুট। ইংল্যান্ডের হয়ে টেস্ট এখন সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরি রুটের-৩৪টি। লর্ডসে বেশি রান রুটের-২০২২। এই মাঠে সর্বোচ্চ ৭টি সেঞ্চুরিও তাঁর। এক যুগের টেস্ট ক্যারিয়ারে কালই জোড়া সেঞ্চুরি করেছেন রুট। লর্ডসে টেস্টের দুই ইনিংসেই সেঞ্চুরি করতে পেরেছেন তিনি ছাড়া আর কেবল তিনজন ওয়েস্ট ইন্ডিজের জর্জ হেডলি এবং ইংল্যান্ডের গ্রাহাম গুচ ও মাইকেল ডন। ইংল্যান্ডের হয়ে টেস্ট সর্বোচ্চ রানের রেকর্ডটাও রুটের হওয়া এখন সময়ের ব্যাপার। অস্ট্রেলিয়ার কুর্নের (১২৪৭২) চেয়ে

মাত্র ৯৬ রানে পিছিয়ে তিনি। মানে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে পরের টেস্টেই কুককে ছাড়াতে পারেন রুট। কুককে বাদ দিলে রুটের চেয়ে টেস্টে বেশি রান আছে ৫ জনের। এদের মধ্য শুধু অস্ট্রেলিয়ার রিকি পন্টিংয়ের (৫৮.৭২) স্ট্রাইকরেটাই রুটের (৫৬.৯৮) চেয়ে ভালো। রুটের চেয়ে সেঞ্চুরিও বেশি আছে পাঁচজনের। এদের মধ্যে বোধ হয় সচিন তেডুলকারই

৭ কিংবা ১১টি সেঞ্চুরি করা নিঃসন্দেহে কঠিন। তবে রুটের ফর্মের কাছে অনেক কঠিনই যে সহজ হয়ে যায়। ২০২১ সালের পর থেকে টেস্টে সেঞ্চুরি করাকে অনেকটা ছেলাখেলায় পরিণত করেছেন রুট। ২০২১ সালের জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত এই সংস্করণে ১৭টি সেঞ্চুরি করেছেন। এই সময়ে রুট ছাড়িয়ে গেছেন ফ্যাব ফোরে থাকা আর

তিন ব্যাটসম্যান-বিরাট কোহলি, স্টিভ স্মিথ ও কেন উইলিয়ামসনকে। ২০২১ সালের পহেলা জানুয়ারিতে রুটের টেস্ট সেঞ্চুরি ছিল ১৭টি, তখন উইলিয়ামসনের ছিল ২৬টি, স্মিথের ২৬টি আর কোহলির ছিল ২৭টি। এখন ফ্যাব ফোরের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সেঞ্চুরি যৌথভাবে উইলিয়ামসন ও স্মিথের-৬২টি। কোহলির চেয়ে তখন ১০টি সেঞ্চুরিতে পিছিয়ে ছিলেন, এখন এগিয়ে ৫ সেঞ্চুরিতে। রুটের প্রশংসা আর রেকর্ডে কিছুটা একঘেয়েমি ধরতে

পারে আপনারা। সে ক্ষেত্রে একটা তথ্য দেওয়া যেতে পারে। টেস্টে রেকর্ড বইয়ের একটা পাতায় রুটের কোনো নামই নেই। ৩৪টি টেস্ট সেঞ্চুরির একটিও রুট যে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী অস্ট্রেলিয়ার মাঠে করতে পারেননি। ২৭ ইনিংস খেলে। ২৭ ইনিংসে ৯টি অর্ধশত রানে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্টে রুটের গড় ৩৫.৬৮-গড়পড়তা। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে রুটের যে সেঞ্চুরি নেই, তা নয়। তাদের বিপক্ষে রুটের সেঞ্চুরি ৪টি। সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরি ভারতের বিপক্ষে-১০টি। এর মধ্যে ভারতের মাটিতে ৩টি। নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ-এই তিন দেশের রুটের টেস্ট ব্যাটিং গড় ৫০-এর বেশি। ভারতেও একেবারে কম নয়-৪৫.৪২। তবে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতেই এই রুট গড়পড়তা। দুর্দশা কাটানোর সুযোগও আছে সামনে। পরের অ্যাশেজ যে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতেই। তখন না হলে আর কখন! এই পরিস্থিতিতে ফের একবার আলোচনা শুরু হয়েছে যে, ভারতীয় ক্রিকেটের ঈশ্বরদের রেকর্ড ভাঙা জো রুটের জন্য কি সম্ভব? এই প্রশঙ্গে কী বলছেন রুট? টেস্টে সচিন তেডুলকরের সবচেয়ে বেশি রানের রেকর্ড ভাঙা নিয়ে রুটের মনের ভাবনা কী? তিনি বলেন, “সচিন তেডুলকরের সবচেয়ে বেশি রানের রেকর্ড নিয়ে আমি ভাবছি না। আমি শুধু আমার দলের হয়ে অবদান রাখতে চাই। সেঞ্চুরি বরাবরই আনন্দ দেয়। টেস্ট ম্যাচ জেতার থেকে ভালো অনুভূতি কিছু হয় না। কেউ যদি বলে থাকে টেস্টে সেঞ্চুরি করে আনন্দ নেই, তা হলে ভুল বলা হবে।”

সোনা-ব্রোঞ্জের পরে রূপোও এল শ্যুটিংয়ে!

তিরন্দাজিতে ইতিহাস গড়লেন শীতল

প্যারিস, ১ সেপ্টেম্বরঃ ১০ মিটার এয়ার রাইফেলের মহিলা বিভাগে অবনী লেখারা সোনা জিতে ইতিহাসের পাতায় নাম তুলে ফেলার পর পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তল এসএইচ১ ইভেন্টের ফাইনালে নেমেছিলেন ২৬ বছরের মণীশ নারওয়ালা। কোরিয়ান

অবনী লেখারা এবং মোনা আগারওয়াল। মহিলাদের ১০০ মিটার দৌড়ের টি-৩৫ বিভাগে পদক জেতেন প্রীতি পাণ্ডা ও এবার নাম লেখালেন মণীশ। অন্যদিকে, প্যারিস প্যারালিম্পিক্সে মেয়েদের আর্চারিতে কম্পাউন্ড ওপেন র‍্যাঙ্কিং পর্বে ৭০৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করে

তির-ধনুক অনুশীলন শুরু করে শীতল। তাতেই গত বছর প্যারা এশিয়ান গেমসে মহিলাদের ডাবলসে রূপো এবং মিক্সড ডাবলসে সোনা জেতে সে। তবে একদিনে কিছুই হয়নি। প্রথম দিকে ধনুক ধরতেই পারত না শীতল। তার পরে শ্রেফ মনের জোরে এবং লাগাতার



শুটারকে হারিয়ে শেষ অবধি রূপোতে থামলেন তিনি। হরিয়ানার ফরিদাবাদের ছেলে মণীশের শুকুর্টা ভাল হয়েছিল। কিন্তু, খেলার মাঝামাঝি ষষ্ঠ স্থানে নেমে আসেন ভারতীয় শূটার। হাল ছাড়েননি। ফাইনাল শেষ করেন দ্বিতীয় স্থানে এসে। এর আগে টেকিও প্যারালিম্পিক্সে মিক্সড ৫০ মিটার এয়ার পিস্তলে সোনা জিতেছিলেন মণীশ। আগেই ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে সোনা এবং ব্রোঞ্জ জিতেছে ভারত। ইতিহাস লিখেছেন

ইতিমধ্যেই নতুন ইতিহাস রচনা করেছে ১৭ বছরের শীতল দেবী। নতুন বিশ্বরেকর্ড গড়ার দুর্যারে দাঁড়িয়ে ছিল সে। কিন্তু মাত্র এক পয়েন্টের জন্য তা অথরা থেকে যায়। জন্ম থেকেই ‘ফোকোমেলিয়া’ নামক বিরল রোগে আক্রান্ত শীতল। যে কারণে বেড়ে ওঠেনি হাতা ২০১১ সালে ভারতীয় সেনার নজরে এলে তাদের উদ্যোগেই শীতলকে তিরন্দাজি শেখানো শুরু হয়। মাত্র দু’বছর আগেই ম্যাট স্টুটজম্যানকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে পা দিয়ে

অনুশীলন করে এই জায়গায় এসেছে। তার আদ্য ইচ্ছেতে শক্তির জাগান দিয়েছেন বাবা-মা। পাশাপাশি বন্ধুরাও যোভাবে সমর্থন করেছে তাকে, তা কখনও ভোলার নয় বলেই মত তার। মাত্র ১ পয়েন্ট বেশি পেয়ে তুর্কির ওজানুর কুরে এগিয়ে ব্রোঞ্জ জিতেছেন রেকর্ড গড়েছে। তার পিছনেই রয়েছে হাত না থাকা শীতল। তবে সত্যিকারের ‘বাহুবলী’ হতে যে মোটেই ‘বাহু’-র দরকার নেই, তা প্রমাণ করে দিয়েছে সে নিজেই।

রাহুল দ্রাবিড়ের মতোই! যে কারণে বিশ্বকাপ খেলতে পারবেন না সমিতও

বেনালুরু, ১ সেপ্টেম্বরঃ প্রথম বার জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ পাবেন না! সমিত দ্রাবিড়ের পরিস্থিতি আপাতত এমনই। ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মাল্টি ফরম্যাট সিরিজে অনূর্ধ্ব ১৯ দলে সুযোগ পেয়েছেন সমিত দ্রাবিড়। গত মরসুমে কুচবিহার ট্রফি সহ বরস ডিভিক স্তরে বিভিন্ন টুর্নামেন্টে নেওয়ায় প্রচুর বিরূপের সামনে পড়তে হয়েছে। বাবার নাম রাহুল দ্রাবিড় হওয়াতেই নাকি সুযোগ পেয়েছেন। জাতীয় দলে সুযোগ পেয়ে নানা বিষয়ে কথাও বলেছেন। সদ্য মহারাজা টি-টোয়েন্টি লিগেও খেলেছেন সমিত। কিন্তু তাঁর অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ খেলা হবে না! পরবর্তী অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ২০২৬ সালে। অক্টোবরেই সমিতের বয়স ১৯ হবে। স্বাভাবিক ভাবেই ২০২৬ সালে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে খেলা হবে না তাঁর। বাবা রাহুল দ্রাবিড়ও অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ পাননি। এই টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছিল ১৯৮৮ সালে। নিয়ম অনুযায়ী চার বছর পর বিশ্বকাপ হলে হয়তো রাহুল দ্রাবিড়ও অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ পেতেন। কিন্তু প্রথম বিশ্বকাপের ১০ বছর পর দ্বিতীয় বার অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ হয়। সে কারণেই রাহুল দ্রাবিড় খেলার সুযোগ পাননি। অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ না খেলেও ভারতীয় ক্রিকেটের কিংবদন্তি হয়ে উঠেছিলেন। বিশ্ব ক্রিকেটে দ্য ওয়াল বলেই পরিচিত হয়ে উঠেছেন। জাতীয় দলের কোচিংয়েও সাফল্য পেয়েছেন। এ বার রাহুল দ্রাবিড়ের



কোচিংয়েই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছে ভারত। সমিত যদি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজে ভালো পারফর্ম করেন, ভারত-এ দলেও সুযোগ মিলতে পারে। এমার্জিং এশিয়া কাপ এবং এ-দলের পাশাপাশি ঘরোয়া ক্রিকেটের অন্যান্য টুর্নামেন্ট খেলে ভবিষ্যতে সিনিয়র দলে জায়গা করে নিতেই পারেন। প্রথম বার জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন সমিত। স্বাভাবিকভাবেই তিনি খুশি, উত্তেজিত। কিন্তু তাঁকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিতর্ক জারি রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়া নিয়ে প্রথম বার নিজের প্রতিক্রিয়া জানালেন সমিত। রাহুল দ্রাবিড়ের ছেলে বলেই সমিত নাকি অনূর্ধ্ব-১৯ টিমে সুযোগ পেয়েছেন। এমনই বলাবলি করছেন সমালোচকরা। অনেকেই মহারাজা টি-টোয়েন্টি ট্রফিতে তাঁর ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের অভাবের কথা তুলে ধরছেন। একদল যখন সমিতকে নিয়ে সমালোচনায় ব্যস্ত, অপর দলের দাবি নির্বাচকরা তেড়েচিহ্নেই তাঁকে টিমে নিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সমিতের প্রতিক্রিয়া তুলে ধরছে স্টার স্পোর্টস কন্ট্রা, তাদের এক্স হ্যাণ্ডেলো। সেই ভিডিয়োতে সমিতকে বলতে শোনা যায়, “প্রথমই বলতে চাই, আমি জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ায় খুব খুশি। যারা শুভেচ্ছা বার্তা জানিয়েছেন, তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। এই মুহূর্তের জন্য আমি কঠোর পরিশ্রম করেছি। তাই দারুণ লাগছে।” জাতীয় দলে ডাক পেয়ে সমিত সেই অর্থে কৃত্তি বলতে, নিজের পরিশ্রম করার কথাই উল্লেখ করেছেন।

সেপ্টেম্বর সংখ্যা

সুচিকিৎসা

২৬ বর্ষ ● দশম সংখ্যা ● ১ সেপ্টেম্বর ২০২৪

ভাইরাল ফিবার

সুচিকিৎসা এখন অনলাইনে পড়তে পারেন কোডটি স্ক্যান করুন